জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

স্থগিত স্মার্ট মিটার

বাড়িতে স্মার্ট মিটার বসানো আপাতত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। সম্প্রতি স্মার্ট মিটার নিয়ে গ্রাহকদের একাংশের মধ্যে উদ্বেগ এবং বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল। তা কাটাতেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল রাজ্য

গরম হাওয়ার সতর্কতা

দক্ষিণের জেলায় বর্ষা ঢোকার প্রতিকূল পরিবেশ। আগামী ১২ জুন পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা খুবই কম। বরং আবহাওয়া হবে আরও শুষ্ক। নয় জেলায় গরম হাওয়ার জন্য সতর্কতা জারি

দাড়িভিটের ঘটনা নিয়ে এবার হাইকোর্টের প্রশ্নের মুখে এনআইএ

স্বামীর খুনি সোনমই, মোদির বারাণসীর ধাবা থেকে ধৃত

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৭ ● ১০ জুন, ২০২৫ ● ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 17 ● JAGO BANGLA ● TUESDAY ● 10 JUNE, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

আতঙ্ক নয় সতর্ক থাকুন

বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : কোভিড নিয়ে এখনই আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই বলে আশ্বস্ত করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবুও প্রশাসনিক স্তরে নিজেদের সবদিক থেকে তৈরি রাখতে সোমবার নবান্নে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। ছিলেন স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্র ও স্বাস্থ্যসচিব, কলকাতা পুরসভার প্রতিনিধিরা এবং একাধিক বিশিষ্ট চিকিৎসক। বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোভিড শুনলেই মানুষ ভয় পেয়ে যান। কিন্তু এখনও পর্যন্ত রাজ্যের কাছে যে তথ্য রয়েছে, তাতে আতঙ্কের কোনও কারণ নেই। তবে সবরকম সতর্কতা নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর সংযোজন, পরিস্থিতি (এরপর ১০ পাতায়)

জগন্নাথধাম থেকে প্রস্তুতকারকদের হাত ছুঁয়ে ঘরে-ঘরে

মহাপ্রসাদ-যাত্রা শুরু

জগন্নাথধাম থেকে মহাপ্রসাদ পরবর্তী যাত্রাপথে পৌঁছে দিচ্ছেন মহিলারা। সোমবার। দিঘা।

প্রতিবেদন : প্রভু জগন্নাথের মহাপ্রসাদের মহাযাত্রা শুরু হল। সোমবার বাংলার মানুষের নামে সংকল্প করে প্রায় ৩০০ কেজি খোয়া ক্ষীর দিঘায় জগন্নাথধামে প্রভুকে নিবেদন করা হয়। এরপর জেলায় জেলায় তা বিতরণও শুরু হয়ে গেল। এই মহাপ্রসাদ দিয়ে তৈরি গজা, প্যাড়া পৌঁছে দেওয়া হবে বাংলার প্রতিটি ঘরে। তার আগে ক্ষীর পৌঁছবে জেলার বাছাই করা মিষ্টির দোকানে। সেখানেই মহাপ্রসাদ দিয়ে তৈরি হবে মিষ্টি। এরপর রেশন ডিলারদের মারফত তা পৌঁছবে বাড়ি বাড়ি। কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ, এভাবেই মানুষের

ঘরে পৌঁছবে দিঘার জগন্নাথের মহাপ্রসাদ। মুখ্যমন্ত্রী আগেই বাংলার মানুষের জন্য এই ঘোষণা করেছিলেন। সেই অনুযায়ীই সবটা হচ্ছে।

সোমবার লালপাড় সাদা শাড়িতে ৩০ জন মহিলা তিনশো কেজি ক্ষীর মাথায় নিয়ে জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করেন। খোল-করতালের মাধ্যমে নাম-গানে মুখরিত হয়ে ওঠে মন্দিরচত্বর। পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাজি-সহ প্রশাসনিক আধিকারিকদের উপস্থিতিতে পিতলের থালার ওপর ক্ষীর নিয়ে তা নিবেদন করা হয় জগন্নাথদেবকে। এরপর মা বিমলাকে সেই ক্ষীর অর্পণ করে জেলার প্রতিনিধিদের হাতে তা তুলে দেওয়া হয়। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ২৫টি ব্লক ও পুরসভার প্রতিনিধিদের (এরপর ৫ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

সমৃদ্ধি

সমৃদ্ধির বর্ষণে
চোখের তারায় দ্যাখো
এক ঝিকিমিকি আলো।
বাণিজ্যিক বহরের গাঙে
অভ্যুত্থান হল এক অফুরন্ত
রৌদ্র ঝলমল দিনের,
নদীর সৈকতে একভিড় হাঁস
কিলবিল করে সাঁতরাচ্ছে
সৃষ্টির দেওয়াল ঘিরে
পাখা মেলেছে প্রজাপতির দল।
ফুটপাতে যাদের ঘরবাড়ি,
ফুটের আকাশটায় হয়েছে
উজ্জ্বলতার অবিরাম ঘর
পত্রগুচ্ছে ভাষা হয়েছে উপোসি
তাতে বানভাসি মৌন উদাসী।
ব্যথা বিভীষিকা
যেন দূরের বলাকা!
সমৃদ্ধি খুঁজছে পৃথিবীর পথ
মেঘ রৌদ্রের ভেলায়—
এলো বরফবৃষ্টি
বিশ্ব সেথায় যোগ-বিয়োগে
শঙ্খচিল আকাশে ডানা মেলল,
বিশ্বের বিশ্বসেরার খোঁজে।

এসএসসি শিক্ষক নিয়োগে হস্তক্ষেপ নয় : হাইকোর্ট

প্রতিবেদন : রাজ্যের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় এই মুহূর্তে কোনওরকম হস্তক্ষেপ করতে নারাজ কলকাতা হাইকোর্ট। অতএব ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের প্যানেলে নাম থাকা একাংশ নিয়োগ প্রক্রিয়াকে জটিল করতে আদালতে যে-মামলা করেছিল সে-মামলা কার্যত ধোপে টিকল না। সোমবার এই মামলাটি বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে ওঠে। তখনই সমস্ত দিক বিবেচনা করে বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, যেভাবে স্বাভাবিক নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে চলুক, এই মামলার দ্রুত শুনানির কোনও প্রয়োজন নেই। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে ৩১ মে-র আগে নিয়োগ-সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে এসএসসি। সেখানে পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং ক্লাস নেওয়ার দক্ষতার উপর জোর দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। এছাড়াও নম্বর বিভাজনে বেশ কিছু বদল আনা হয়েছে। (এরপর ১০ পাতায়)

বেআইনিভাবে বাংলার ২২ হাজার কোটি পেল বিজেপির তিন রাজ্য

প্রতিবেদন : বাংলার একশো দিনের প্রাপ্য কাজের টাকা বিগত তিন বছর ধরে বন্ধ করে রেখেছে বিজেপি সরকার। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা মেটাতে একটিও টাকা দেওয়া হয়নি বাংলাকে। সেই বকেয়া টাকা জমতে জমতে ছাড়িয়েছে ২২ হাজার কোটি টাকারও বেশি। অন্যায়ভাবে, বেআইনিভাবে কেন্দ্রের সরকার সেই টাকা দিয়েছে তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ, বিহার এবং মহারাষ্ট্রকে। এর মধ্যে সরাসরি তিনটি রাজ্য বিজেপি শাসিত। আর ক্ষমতা দখলের আশায় তামিলনাড়ুকে উপঢৌকন হিসেবে অতিরিক্ত টাকা দেওয়া হয়েছে। বিগত ৩ বছরে এই ৪টি রাজ্যকে ১৩ হাজার কোটি টাকা দিয়ে দিয়েছে কেন্দ্র।

মনরেগার টাকা

বাংলার একশো দিনের কাজের টাকা রাজনৈতিক ভাবে প্রতিশোধ নিতে বিজেপি বন্ধ করেছে ২০২২-এর ৯ মার্চ থেকে। অভিযোগ, কেন্দ্রের নিয়ম মেনে কাজ হয়নি। যদিও এই অভিযোগ শুধু (এরপর ১০ পাতায়)

বিদেশে অভিজ্ঞতার কথা প্রধানমন্ত্রীকে বলবেন অভিষেক

প্রতিবেদন : যে সমস্ত সংসদীয় প্রতিনিধিদল বিদেশে সফরে গিয়েছিলেন তাঁদের কথা শুনবেন প্রধানমন্ত্রী। আজ, মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে সন্ধ্যা ৭টায় ওই বৈঠক। থাকবেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তাঁদের মুখ থেকেই প্রধানমন্ত্রী শুনবেন সফরের অভিজ্ঞতার কথা। পহেলগাঁওয়ের জঙ্গি হামলায় ২৬ পর্যটকের মৃত্যুর পর পাল্টা প্রত্যাঘাত করে ভারত। যার পোশাকি নাম অপারেশন সিঁদুর। ধূলিসাৎ (এরপর ১০ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
10 June, 2025 • Tuesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

৩২৩ খ্রি.পূ. আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট

(খ্রি.পূ. ৩৫৬-খ্রি.পূ. ৩২৩) সম্ভবত এদিন ব্যাবিলনে প্রয়াত হন। অনেকের অনুমান, পরের দিন, অর্থাৎ ১১ জুন তিনি প্রয়াত হয়েছিলেন। ইতিহাসের অন্যতম সফল সেনানায়ক। কেউ বলেন অতিরিক্ত মদ্যপানের পর তাঁর জ্বর হয়েছিল। ১৪ দিন জ্বরে ভুগে মারা যান তিনি। অবশ্য অনেকেই জ্বরের কথা বলেন না। আবার অনেকের অভিমত, বিষ প্রয়োগ করে তাঁকে মেরে ফেলা হয়। 'পৃথিবীর শেষপ্রান্তে' পৌঁছনোর তাগিদে আলেকজান্ডার ৩২৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ভারত অভিযান শুরু করেন, কিন্তু সেনাদের দাবি মেনে তিনি অভিযান অসমাপ্ত রেখে দেশে ফিরে যেতে বাধ্য হন।

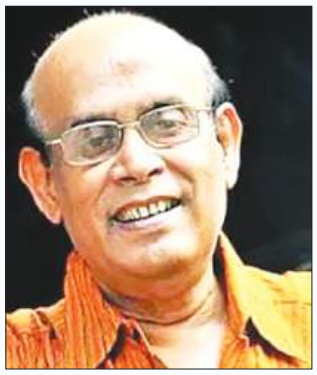

২০২১ বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

(১৯৪৪-২০২১) এদিন প্রয়াত হন। কবি এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা। তাঁর নির্মিত চলচ্চিত্রগুলিতেও কবিতার ছোঁয়া ছিল। তাঁর বিখ্যাত কয়েকটি ছবি হল 'বাঘবাহাদুর', 'তাহাদের কথা', 'চরাচর' ও 'উত্তরা'।

১৯৪০ বেনিতো মুসোলিনির নেতৃত্বে

ইতালি ফ্রান্স ও গ্রেট ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশ নেয় ইতালি।

১৮৯০ এদিন থেকে ব্রিটিশ সরকারের সৌজন্যে ভারতে রবিবারকে সাপ্তাহিক ছুটির দিন হিসেবে গণ্য করা শুরু হয়। এর আগে দীর্ঘ ৭ বছর এই দাবিতে আন্দোলন করেন নারায়ণ মেঘাজি লোখান্দে। তিনি ছিলেন একটি কারখানার শ্রমিক।

২০১৯ গিরিশ কারনাড

(১৯১৮-২০১৯) এদিন প্রয়াত হন। চলচ্চিত্র পরিচালক, অভিনেতা, অনুবাদক, চিত্রনাট্যকার ও লেখক। তিনি ভারতের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, ফিল্মফেয়ার পুরস্কার, পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ ছাড়াও সাহিত্যিকদের জন্য প্রদত্ত ভারতের সর্বোচ্চ সম্মাননা জ্ঞানপীঠ পুরস্কারও লাভ করেন।

১৯৮৬ লর্ডসের মাঠে

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট জয় ভারতের। সফরকারী দলের নেতৃত্বে ছিলেন কপিলদেব। পাঁচ উইকেটে জেতে ভারত। লর্ডসের মাঠে টেস্ট ক্রিকেটে ভারতের দ্বিতীয় জয় প্রায় ৩৮ বছর পর। সেবার ইংল্যান্ডকে ৯৫ রানে হারায় ভারত। নেতৃত্বে ছিলেন ধোনি।

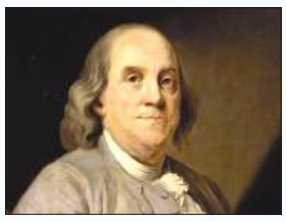

১৭৫২ আজকের দিনে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ঘুড়ির সাহায্যে বজ্র থেকে বিদ্যুৎ আহরণে সমর্থ হন। সেদিন আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে। প্রকাণ্ড এক ঘুড়ি নিয়ে সপুত্র বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ছুটলেন মাঠের দিকে। ঘুড়িটি উড়িয়ে দিলেন দূর আকাশে। কিছুক্ষণ বাদেই শোনা গেল গুরু গুরু স্বরে মেঘের গর্জন। শুরু হল বৃষ্টি ও বিদ্যুতের চমক। ঘুড়ির রেশমি সুতোয় বাঁধা তামার চাবিটিতে হাত দিতেই মাটিতে ছিটকে পড়লেন বৃদ্ধ পণ্ডিত। এভাবেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, প্রাকৃতিক বিদ্যুতের সঙ্গে ঘরের বিদ্যুতের কোনও গঠনগত তফাত নেই।

পার্টির কর্মসূচি

উত্তর দমদম পৌরসভার পৌর পারিষদ সদস্য সৌমেন দত্তের ব্যবস্থাপনায় পান্তা উৎসব (তৃতীয় বর্ষ)। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মাননীয়া মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, সাংসদ অধ্যাপক সৌগত রায়, কলকাতা পৌরনিগমের পৌরপ্রতিনিধি সৌরভ বসু, পৌরপ্রধান বিধান বিশ্বাস-সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধিবৃন্দ।

হুগলি শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে ও সাধারণ সম্পাদক অপরূপ মাজির ব্যবস্থাপনায় মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা, বসে আঁকো হল। ছিলেন অরিন্দম গুঁই, পিন্টু মাহাত, সুবীর ঘোষ, শুভদীপ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪০৮

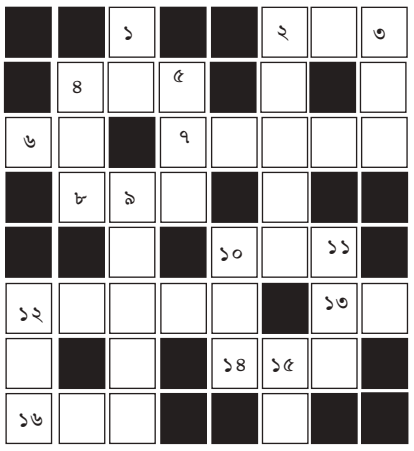

পাশাপাশি : ২. শিশুকে দুধ খাওয়ানোর জন্য কুশির মতো ছোট পাত্র ৪. মার, প্রহার ৬. ইটের টুকরো ৭. উদ্ভাবনা ৮. কঠিন প্রশ্ন ১০. শিক ১২. বিশাল আকারের ১৩. তহবিল, নিধি ১৪. জটাযুক্ত ১৬. পাহাড়ের চূড়া।

উপর-নিচ : ১. আত্মগৌরব ২. বিদ্যুৎ চমকানো ৩. সূর্য বা চাঁদের চারদিকের উজ্জ্বল আলোর বলয় যা পূর্ণগ্রাস গ্রহণের সময় দেখা যায় ৪. চেষ্টা, যত্ন ৫. কঠোর সাধনা ৯. জমিদার ১০. মনোযোগ, আগ্রহ ১১. দাপট ১২. আশির পরবর্তী দ্বিতীয় সংখ্যা ১৫. তাক, নিশানা।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪০৭ : পাশাপাশি : ১. শাকবাটিকা ৪. লোপাট ৫. ঘনেশ্বর ৬. মনোজব ৮. দায়িক ৯. তরফদার। **উপর-নিচ :** ১. শাটলার ২. বারিধি ৩. কাঞ্চনদ্রব ৫. ঘরবসত ৬. মজাদার ৭. খারিফ।

৯ জুন কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজারদর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৬২০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৬৭০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯১৯০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১০৬২৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১০৬৩৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৬.৫৫	৮৫.২২
ইউরো	৯৯.০৬	৯৭.৩৩
পাউন্ড	১১৭.৬৩	১১৫.৫৫

নজরকাড়া ইনস্টা

■ পাওলি দাম

■ মধুমিতা সরকার

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

টিউশনে যাওয়ার পথে যৌন হেনস্তার শিকার নাবালিকা। রবিবার ভর সন্ধ্যায় পাটুলির ঘটনা। পলাতক অভিযুক্ত। পাটুলি থানায় অভিযোগ দায়ের

আমারশহর

10 June, 2025 • Tuesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
১০ জুন ২০২৫
মঙ্গলবার

বাড়িতে স্মার্ট মিটার বসানো বন্ধ, বিজ্ঞপ্তি জারি রাজ্যের

প্রতিবেদন : বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বাড়িতে স্মার্ট মিটার বসানো আপাতত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। সোমবার বিদ্যুৎ দফতরের তরফে প্রেস বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, কিছু অভিযোগ আসায় পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিবৃতি অনুযায়ী, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, সরকারি অফিস ও টেলিকম টাওয়ারের মতো জায়গায় স্মার্ট মিটার বসানোর কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এরপর পরীক্ষামূলকভাবে রাজ্যের তিন-চারটি জেলায় কিছু সংখ্যক গার্হস্থ্য গ্রাহকের বাড়িতেও এই স্মার্ট মিটার বসানো হয়। কিন্তু সেই পর্যায়ে কিছু সমস্যা ও অভিযোগ সামনে আসে। বিদ্যুৎ দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখতে এবং গ্রাহকদের স্বার্থে আরও পর্যালোচনা করার জন্য আপাতত গার্হস্থ্য গ্রাহকদের স্মার্ট মিটার লাগানোর কাজ স্থগিত রাখা হচ্ছে। সম্প্রতি স্মার্ট মিটার নিয়ে সাধারণ গ্রাহকদের একাংশের মধ্যে উদ্বেগ এবং বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল। তা কাটাতেই রাজ্য সরকার গুরুত্বপূর্ণ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

দলীয় সংগঠনে নতুন দায়িত্ব

প্রতিবেদন : ফের সংগঠনে নতুন দায়িত্বপ্রাপ্তদের তালিকা প্রকাশ করল দল। সোমবার বিকেলে সোশ্যাল মিডিয়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমোদনক্রমে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান হিসেবে সব্যসাচী দত্তকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। জেলা সভানেত্রীর দায়িত্বে ফের একবার এসেছেন সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। এর আগে রদবদলের তালিকায় এই পদ দুটির নাম ঘোষণা করা হয়নি। এদিন তা করা হল। একইসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের সহসভাপতি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হল সদ্য কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে যোগ দেওয়া শঙ্কর মালাকারকে। সঙ্গে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন কাশেম সিদ্দিকি।

আমরা-ওরা নয়, বিধানসভা অধিবেশনে বোঝাল তৃণমূল

প্রতিবেদন : তৃণমূল কংগ্রেস কিংবা রাজ্য সরকার যে আমরা-ওরায় বিশ্বাসী নয় ফের তা প্রমাণ হয়ে গেল। সোমবার থেকে শুরু হওয়া রাজ্য বিধানসভার অধিবেশনে শোক প্রস্তাব পাঠের সময় প্রয়াত প্রাক্তন বিধায়ক দীপক ঘোষ, যিনি নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে প্রবলভাবে কুৎসা করেছেন, অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঠ করা শোক প্রস্তাবে তাঁর নামও ছিল।

জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় নিহত পর্যটকদের উদ্দেশ্যে শোকজ্ঞাপন করে সোমবার শুরু হল রাজ্য বিধানসভার অধিবেশন। এদিন অধিবেশনের শুরুতেই প্রথা মেনে সদ্যপ্রয়াত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে শোক প্রস্তাব পাঠ করা হয়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আব্দুল রেজ্জাক মোল্লা, তাপস সাহা, নেপালদেব ভট্টাচার্যর মতো রাজনীতিক, মনোজ কুমারের মতো চলচ্চিত্র অভিনেতা। এর পাশাপাশি পহেলগাঁওয়ে নিহত পর্যটকদের উদ্দেশ্যেও অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় শোকবার্তা পাঠ করেন। এক মিনিট নীরবতা পালনের পর অধিবেশন দিনের মতো মুলতুবি ঘোষণা করেন অধ্যক্ষ। এছাড়া অধ্যক্ষ জানান যে, রাজ্য বিধানসভায় আগামিকাল অর্থাৎ মঙ্গলবার এক বিশেষ প্রস্তাব আনা হচ্ছে। প্রস্তাবে 'অপারেশন সিঁদুর' সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীকে ধন্যবাদ জানানো হবে। এই সরকারি প্রস্তাবের উপর দু'ঘণ্টা আলোচনা চলবে বলেও জানান তিনি।

চলতি সপ্তাহেই সন্দেশখালিতে পাল্টা সভা তৃণমূল কংগ্রেসের

প্রতিবেদন : চলতি সপ্তাহেই সন্দেশখালিতে পাল্টা সভা করবে তৃণমূল কংগ্রেস। দলবদলু গদ্দার অধিকারী সন্দেশখালির মঠবাড়িতে যে জঘন্য-কুৎসা-অপপ্রচার ও নারীদের অসম্মান করে কথা বলে গিয়েছে তার পাল্টা দেবে তৃণমূল। উপস্থিত থাকবেন একঝাঁক মহিলা নেত্রী। এছাড়াও থাকবেন সন্দেশখালি ও বসিরহাটের নেতৃত্ব। থাকার কথা আছে জঙ্গলকন্যা মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদার। এছাড়াও মন্ত্রী শশী পাঁজা কিংবা চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য সেখানে উপস্থিত থাকতে পারেন। থাকবেন মন্ত্রী সুজিত বোস-সহ আরও বেশ কয়েকজন নেতা-নেত্রী। এই সভা থেকে কড়া জবাব দেবে তৃণমূল কংগ্রেস।

সিঁদুরের দাম! গদ্দারকে হিসাব চুকিয়ে দেবেন বাংলার মহিলারা

প্রতিবেদন : ছিঃ বিজেপি ছিঃ! ছিঃ গদ্দার ছি! বাংলার মা-বোনেদের সম্মান নিয়ে কুকথা বলায় গদ্দার অধিকারীকে তুলোধোনা করল তৃণমূল কংগ্রেস। চাঁচাছোলা ভাষায় তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হল, বাংলায় নারীবিদ্বেষী মন্তব্য করলে ছেড়ে কথা বলবেন না মহিলারা। সোমবার সাংবাদিক বৈঠক করে তীব্র ধিক্কার জানাল তৃণমূলের প্রমীলা বাহিনী। সন্দেশখালিতে গদ্দার অধিকারী ও বিজেপি নেতারা যে ভাষায় মহিলাদের নিয়ে কথা বলেছে, তারা কার্যত বাংলার নারীদের শাঁখা-সিঁদুরের দাম নির্ধারণ করছে, তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাল তৃণমূল কংগ্রেস। সোমবার মধ্যমগ্রামের বারাসত সাংগঠনিক জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন মন্ত্রী শশী পাঁজা, বারাসতের সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার এবং বারাসত সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী স্বপ্না বসু। মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, বাংলার মহিলাদের শাঁখা-সিঁদুরের দাম বেঁধে দিচ্ছে বিজেপি। এটা মহিলাদের জন্য অত্যন্ত নিন্দা ও অপমানের। আমরা এর ধিক্কার জানাচ্ছি। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের প্রসঙ্গ টেনে মন্ত্রী বলেন, আপনারা যে যে রাজ্যে ক্ষমতায় আছেন সেখানে দিচ্ছেন না কেন? মহারাষ্ট্র ও দিল্লিতে শুরু করে কেন ঝাড়াই-পোঁছাই করছেন? বাংলায় লক্ষ্মীর ভাণ্ডার এক ঐতিহাসিক প্রকল্প, যা বাংলার ২.২১ কোটিরও বেশি মহিলার ক্ষমতায়ন করেছে। অথচ কাল শুভেন্দু অধিকারী লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে কথা বলার সময় বলেন, মহিলারা যেন ৫০০-১০০০ টাকার জন্য সিঁদুর-শাঁখা বিক্রি না করেন। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার একটি সর্বজনীন প্রকল্প— বাংলার প্রতিটি নারীর জন্য, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে চলা বাছাই করা প্রকল্পগুলোর মতো নয়। ২০২৪ লোকসভা ভোটের সময় বিজেপি নেতারা বলেছিল, ক্ষমতায় এলেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বন্ধ করে দেবে। এবার তারা মহিলাদের সিঁদুর ও শাঁখার দাম ঠিক করছে। আমরা দাম ঠিক করিনি, কারণ আমরা মা-বোনেদের অপমান করতে পারি না, যেমনটা ওরা করে।

■ বারাসতে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সাংবাদিক বৈঠকে মন্ত্রী শশী পাঁজা, সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার ও বারাসতের মহিলা সভানেত্রী স্বপ্না বসু।

বিজেপি মহিলাদের কোনও সম্মান দেয় না অথচ তারা মহিলা সম্মান যাত্রা করছে! ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদারও তাঁর বক্তব্যে বিজেপিকে ধুয়ে দিয়েছেন। গদ্দারের নাম না-করে তিনি বলেন, উনি মহিলাদের দাম নির্ধারণ করছেন! বলছেন, ৫০০ টাকা নয়, বিজেপি ক্ষমতায় এলে ৩ হাজার টাকা দেবে! ওকে ধিক্কার জানাই। ছিঃ বলা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। তিনি বিজেপি নেতাদের নাম উল্লেখ করে তাদের নারী-বিদ্বেষ ও অপমানের কথা তুলে বলেন, বিজেপির এই নারী-বিদ্বেষকে বলে 'মিসোজেনি'। এটা দণ্ডনীয় অপরাধ। আমরা এর তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি। নারী সম্মান বিজেপির মুখে বেমানান। বাংলার নারীরা এটা নিতে পারছেন না। ভারতীয় জনতা পার্টিকে এর মাশুল গুনতে হবে। কাকলির সংযোজন, উনি এই জেলায় শুধু মহিলাদের অপমান করতে, কুৎসা করতে আসেন। শুধু উনি নন, দেশের প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও এখানে এসেছিলেন। বারবার মহিলাদের অপমান করেছেন এবং তাদের ওপর দাম বসিয়েছেন! এটি অত্যন্ত নিন্দনীয়। বিজেপির এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে একসঙ্গে প্রতিবাদ করছেন বাংলার সমস্ত নারী।

স্বপ্না বসুও এদিন বিজেপিকে ধিক্কার জানিয়ে বলেন, বাংলার নারীদের নিয়ে গদ্দার অধিকারী ও বিজেপি নেতারা যে অপমান করছে তার যোগ্য জবাব দেবেন বাংলার নারীরা।

বারাকপুরের নতুন সিপি মুরলীধর

প্রতিবেদন : ফের এক দফা প্রশাসনিক রদবদল করল রাজ্য সরকার। সোমবার উত্তর ২৪ পরগনার বারাকপুরের নতুন পুলিশ কমিশনার হিসেবে নিয়োগ করা হল আইপিএস মুরলীধরকে। তিনি বর্তমানে বারাকপুর পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারের দায়িত্বে রয়েছেন। এবার তিনি অজয় ঠাকুরের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন। অন্যদিকে অজয় ঠাকুরকে ডিআইজি, সিআইডি-র দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এদিন সচিবস্তরেও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বদল ঘোষণা করা হয়েছে। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দফতরের সচিব স্মারকি মহাপাত্রকে 'ইনস্টিটিউট অফ এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ অ্যান্ড ওয়েটল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট'-এর অধিকর্তা করা হয়েছে। এই পদে আগে ছিলেন পি মোহন গান্ধী। তাঁকে পশ্চিমবঙ্গ খনিজ উন্নয়ন ও বাণিজ্যিক নিগমের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর করা হয়েছে। পাশাপাশি তিনি শিল্প দফতরের বিভাগীয় সচিবের দায়িত্বও সামলাবেন। কমার্শিয়াল ট্যাক্স দফতরের কমিশনার দেবীপ্রসাদ কারানাম অর্থ দফতরের নতুন বিভাগীয় সচিব হয়েছেন। তাঁর জায়গায় কৃষি দফতরের সিনিয়র স্পেশ্যাল সেক্রেটারি উমা শঙ্কর নতুন কমার্শিয়াল ট্যাক্স কমিশনার হয়েছেন। পূর্ব মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলাশাসক বৈভব চৌধুরিকে দিঘার জগন্নাথ ধাম ট্রাস্টের সিইও করা হয়েছে। এটি অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে তিনি পালন করবেন।

বিচারাধীন বিষয় : স্বরূপ

প্রতিবেদন : চিত্র পরিচালক কিংশুক দে'র ছবির শ্যুটিং চলাকালীন সেটে অচলাবস্থা। সোমবার শ্যুটিং শুরু হওয়ার আগে দেখা যায় অনুপস্থিত টেকনিশিয়ানরা। এদিন সকাল থেকেই শ্যুটিং ছিল কিংশুকের ছবির। কিন্তু কলাকুশলীরা না আসায় প্রযোজক-পরিচালকরা উপস্থিত থাকলেও ছবির কাজ হয়নি। এই ঘটনায় টেকনিশিয়ানদের সংগঠন ফেডারেশনের সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস অবশ্য বিচারাধীন বিষয় বলে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। উল্লেখ্য, ফেডারেশনের বিরুদ্ধে পরিচালকদের একাংশ যে মামলা করেছে তার মধ্যে কিংশুক দে অন্যতম।

চিকিৎসকের রহস্যমৃত্যু

প্রতিবেদন : বেহালায় শিশু চিকিৎসকের রহস্যমৃত্যু। ঘর থেকে উদ্ধার হল ঝুলন্ত দেহ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, মানসিক অবসাদের জেরেই আত্মঘাতী হয়েছেন ওই চিকিৎসক। তবে গোটা বিষয়টা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মৃত শিশুরোগ বিশেষজ্ঞের নাম প্রলয় বসু (৪৯)। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র প্রলয় বর্তমানে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতেন।

আম পাড়তে গিয়ে জখম কিশোরের চিকিৎসায় পাশে কোন্নগর পুরসভা

সংবাদদাতা, কোন্নগর: কোন্নগরে আমপাড়াকে কেন্দ্র করে কিশোরকে বেধড়ক মারধর করা হয়েছিল। কিশোরের চোখের হাড় ভেঙে গিয়েছিল। পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে অস্ত্রোপচার করতে হবে বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। ঘটনায় অভিযুক্ত টোটোচালক এখনও অধরা। এবার ওই পরিবারের পাশে দাঁড়াল কোন্নগর পুরসভার পুরপ্রধান স্বপন দাস। আর্থিক সংকটে বিপর্যস্ত ওই পরিবারের স্বাস্থ্যসাথী কার্ডও নেই। এমনকী বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করার সামর্থ্যও তাঁদের নেই। এই অবস্থায় পুরপ্রধান স্বপন দাস বলেন, নাবালকের মায়ের স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের ব্যবস্থাও করে দেওয়া হচ্ছে দ্রুত। পুরপ্রধান স্বপন দাস সোমবারই এসডিও অফিসে গিয়ে কথা বলেন। তিনি জানান, ওই পরিবারের স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে নাম নথিভুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে, যাতে দ্রুত কিশোরের চিকিৎসা হয়। পুরসভা এই ঘটনার

■ কোন্নগরের পুরপ্রধান স্বপন দাস।

শেষ দেখেই ছাড়বে। কোনও গরিব মানুষ বঞ্চিত হবেন না। পুরপ্রধানের কথায়, আমি নিজে আক্রান্ত কিশোরের বাড়ির লোক এবং ঘটনাস্থলে উপস্থিত তার বন্ধুর সঙ্গে কথা বলেছি। সকলের বক্তব্য, ওই কিশোরকে কোনও এক টোটোচালক ব্যাপক মারধর করেছেন। ডাক্তারি রিপোর্টেও পরিষ্কার, মারধরের কারণেই চোখের তলার হাড় ভেঙে গিয়েছে। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তার চিকিৎসা চলছিল। হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়ে বাড়ি ফিরেছে সে।

সম্পাদকীয়

10 June, 2025 • Tuesday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জবাব চাই

বাংলাকে বঞ্চনা করতে করতে বিজেপি এখন বেআইনি এবং নীতিহীন পথে দৌড়াতে শুরু করেছে। বাংলার প্রাপ্য অর্থ অন্যায়ভাবে আটকে রেখেছে তিন বছর ধরে। সাম্প্রতিক তথ্য বলছে, বাংলার সেই আটকে রাখা বকেয়া টাকা বিজেপি রাজ্যগুলির মধ্যে ভাগ করে দিয়েছে মোদি সরকার। এটা শুধু অন্যায় কাজ তাই নয়, নীতিহীনতার চরম উদাহরণ। ২০২২ সাল থেকে টানা তিন বছর মনরেগা অর্থাৎ একশো দিনের কাজের টাকা বাংলাকে দেয়নি কেন্দ্রীয় সরকার। অভিযোগ তোলা হয়েছে, বাংলার সরকার নাকি যথাযথ হিসেব দেয়নি। কিন্তু বাস্তব হচ্ছে, বাংলার সঙ্গে রাজনৈতিক লড়াইয়ে পেরে না উঠে বরাদ্দ বন্ধ করে রাজনীতি করতে চাইছে কেন্দ্র। তাতেই দশ গোলে হার। বাংলাকে না দেওয়া ২২ হাজার কোটি টাকা বিগত তিন বছরে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে বিহার, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশকে। তিনটি রাজ্যই বিজেপি শাসিত। ফলে সেই রাজ্যকে ঢালাও বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে বাংলাকে টাকা না দিয়ে। শুধু তাই নয়, দক্ষিণের রাজ্য তামিলনাড়ুকে বাংলার বরাদ্দ থেকে দেওয়া হয়েছে। অনেকদিন আগে থেকেই বিজেপির লক্ষ্য তামিলনাড়ুর দিকে। বরাদ্দ বাড়িয়ে মানুষের মন পেতে। সে কারণেই মাদুরাইয়ের সভা থেকে অমিত শাহ বলেছেন, এর পরের টার্গেট তামিলনাড়ু দখল করা। সেই দখলের পুষ্টিকরণ করা হয়েছে অতিরিক্ত বরাদ্দ দিয়ে। লক্ষণীয় হল, কোনও রাজ্যের বরাদ্দ অন্য রাজ্যকে দেওয়া যায় না। কোনও বিশেষ কারণ ছাড়া বরাদ্দ বৃদ্ধি করা যায় না। কোভিডের সময় যেমন এই বরাদ্দের ক্ষেত্রে অনেকটাই এদিক-ওদিক হয়েছিল। তাহলে মোদি সরকার কী করে এই বেআইনি কাজটি করল? বাংলা নিয়ম মানেনি বলে বরাদ্দ আটকে রেখেছে তিন বছর ধরে। আর তিন বছর ধরে বাংলার বরাদ্দ বেআইনিভাবে দেওয়া হচ্ছে চার রাজ্যকে। জবাব দিতে হবে বিজেপিকেই।

e-mail থেকে চিঠি

মোদি সরকারের বর্ষপূর্তি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের বিমর্ষতা পূর্তি

মোদি সরকারের বর্ষপূর্তি। সেই উপলক্ষে দেশ জুড়ে প্রচারে নামছে বিজেপি। তার আগে প্রতিশ্রুতি পূরণের ব্যর্থতার খতিয়ান দেখে নেওয়া যাক। বিজেপির আমলে দেশের সার্বিক অর্থনীতির বেহাল দশা। মোদির শাসনকাল শুধুই প্রতিশ্রুতি রূপায়ণে ব্যর্থতা ও হতাশায় ভরা। ২০২৪ সালের ভোটে বিজেপি ইস্তাহারের ১৫টি প্রতিশ্রুতি ও এক বছর পর সেগুলির রূপায়ণে খামতি এখন প্রায় সর্ব জ্ঞাত সত্যি। মধ্যবিত্ত শ্রেণির সমস্যার সুরাহার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, ২০১৪ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে গৃহস্থালির ঋণের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়েছে। অন্যদিকে, আর্থিক সঞ্চয় গত ৫০ বছরের সর্বনিম্ন স্তরে নেমেছে। মুখ থুবড়ে পড়েছে উচ্চমানের কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রতিশ্রুতিও। কাজকর্মের অভাবে ২০২১ সালের পর থেকে অনেক বেশি মানুষ কৃষিকাজে নিযুক্ত হতে বাধ্য হয়েছেন। বর্তমানে ৪৬ শতাংশ কর্মীই কৃষিতে যুক্ত। আর মণিপুরের পরিস্থিতি নিয়ে যত কম কথা বলা যায়, ততই ভাল। এর মধ্যেই পণ্য ও পরিষেবা কর থেকে যথাযথ পরিষেবা প্রাপ্তি দূরস্থ, এবার উঠছে সরাসরি দুর্নীতির অভিযোগ। সুরাতের চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টদের সংগঠনের চাঞ্চল্যকর অভিযোগ, খোলা বাজারে বিক্রি হচ্ছে জিএসটির তথ্য। নথিভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি জিএসটি নেটওয়ার্কে যে তথ্য আপলোড করে, সেসব তথ্য মিলছে পয়সা ফেললেই। সংগঠনের কর্তাদের দাবি, গত এক বছর ধরে তাঁরা জিএসটি সংক্রান্ত দুর্নীতি নিয়ে সরব হয়েছেন। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনকে একাধিকবার চিঠি লিখে সতর্কও করেছেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। কেন্দ্র উদাসীনই থেকে গিয়েছে।

— সুরঞ্জন প্রামাণিক, বেহালা, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

SSC কাণ্ড

গঙ্গাজলে ধোয়া তুলসীপাতাদের নোংরা নর্দমার ইতিহাস

শিক্ষা-দুর্নীতির শিকড় লুকিয়ে আছে অনিলায়নে। নিয়ন্ত্রিত দুর্নীতির সেই আদি কেচ্ছা-কথা তুলে ধরে সততার প্রতিমূর্তি হতে চাওয়া রেড হার্মাদদের স্বরূপ চেনাচ্ছেন টেক্সাস মেডিক্যাল সেন্টারের গবেষক **রুদ্রপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়**

এসএসসি দুর্নীতি জনসমক্ষে আসতেই বামফ্রন্ট সদস্যদের এক সীমাহীন আনন্দ প্রকাশ পাচ্ছে। তারা মানুষকে ছলে বলে কৌশলে বোঝাতে চাইছেন যে তাদের আমলে এসএসসি নিয়োগ সোভিয়েতের ভোলগা নদীর জলের মতন স্বচ্ছ ছিল। তাই আজকে পশ্চিমবঙ্গে এসএসসির ইতিহাস নিয়ে কিছু তথ্য তুলে ধরছি :

১৯৯৭ সালে এসএসসি আইন করে চালু হওয়ার আগে প্রায় ৭-১০ বছর কোনও বিদ্যালয়ে কোনওপ্রকার নিয়োগ হয়নি। এই কথা স্বীকার করেছেন স্বয়ং বঙ্গেশ্বর জ্যোতিবাবু। তারপর চালু হয় এসএসসি। ১৯৯১ সালে নরসিংহ রাও-এর হাত ধরে উদার অর্থনীতি চালু হওয়ার পরে জ্যোতিবাবু বুঝেছিলেন আর বেশিদিন কমিউনিস্ট অর্থনীতির বুলি আওড়ে ক্ষমতা ধরে রাখা যাবে না। তাঁর আশঙ্কা সত্যি প্রমাণিত হয় ১৯৯৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে। সেবার কোনরকমে গদি বাঁচিয়ে নিলেও শতাংশের বিচারে কংগ্রেসের ভোট ১.৫ শতাংশ বেশি ছিল। তাই বামপন্থাকে সুদূরপ্রসারীভাবে টিকিয়ে রাখার পরিকল্পনা হিসেবে এসএসসি চালুর দায়ভার নিজের কাঁধে তুলে নেন কমঃ অনিল বিশ্বাস। তাই এই এসএসসিকে "শিক্ষায় অনিলায়ন" হিসেবেই বিবেচনা করা হয়।

অনিলায়নের প্রথম সূত্র : ম্যানেজিং কমিটির মাধ্যমে বিদ্যালয়কে পার্টি অফিসের সঙ্গে সংযুক্তকরণ।

এসএসসি চালুর আগে এলাকার বিশিষ্ট মানুষজন বা গণ্যমান্য ব্যক্তিত্বদের দিয়ে ম্যানেজিং কমিটি চালানো হত। অনিলায়নের প্রথম সূত্র ধরে বোঝানো হল যে নির্বাচনের মাধ্যমে ম্যানেজিং কমিটি নির্বাচিত করার মধ্যেই স্বচ্ছতা বেশি। এসএসসি চালুর মধ্যে দিয়ে শুরু হয়েছিল ম্যানেজিং কমিটির মাধ্যমে বিদ্যালয়গুলিকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করা। এই ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে এমন লোকদেরকেই বসানো হয়েছিল যারা প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলা নিয়ম করে পার্টি অফিসে গণশক্তি পড়তেন এবং পড়াতেন।

অনিলায়নের দ্বিতীয় সূত্র : কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শের প্রতি আনুগতদের প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ।

এই সূত্র অনুযায়ী সমস্ত ভাল বিদ্যালয়গুলিতে পার্টির অনুগত ক্যাডারদের প্রধান শিক্ষক হিসেবে উন্নীত করা হয়। অনেক যোগ্য এবং ভাল শিক্ষকদের বঞ্চনার শিকার হতে হয়েছিল শুধুমাত্র রাজনৈতিক ভাবে মাথা নিচু না করার জন্যে যারা অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে চলে যান। এইসব নিম্নমানের বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা কম থাকত এবং ভাল বিদ্যালয় থেকে একই শ্রেণিতে দুবার ফেল করা ছাত্রছাত্রীরা এইসমস্ত বিদ্যালয়গুলিতে পড়তে যেত। স্বাভাবিকভাবেই জনমানসে এইসব বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা সেভাবে ছিল না।

অনিলায়নের তৃতীয় সূত্র : নিয়ন্ত্রিত-দুর্নীতির মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ করে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রকাশ্য রাজনৈতিক সভায় নিয়ে এসে "বামপন্থী মানেই শিক্ষিত" এই বার্তা সমাজে ছড়িয়ে দেওয়া।

"বৈজ্ঞানিক রিগিং"কে মাথায় রেখেও বলছি অনিলায়নের সম্ভবত সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার এই নিয়ন্ত্রিত-দুর্নীতির মাধ্যমে এসএসসিতে শিক্ষক নিয়োগ। মূলত তিনটি ধাপে সম্পন্ন হত এই নিয়ন্ত্রিত দুর্নীতি :

১। এসএসসির লিস্ট বেরোলেই লোকাল কমিটির কাছে সেই লিস্ট পৌঁছে দিয়ে লিস্টে থাকা ছেলে-মেয়েদের অ্যাকাডেমিক রেকর্ড বার করে নেওয়া। এরপর তাদের তিনটি গ্রুপে ভাগ করা হত। যেমন—

ক) ভাল পড়াশোনায় কিন্তু অরাজনৈতিক পরিবার : এক্ষেত্রে মেরিট লিস্টে থাকা ছেলে বা মেয়েটির বাবাকে রাস্তাতে বিভিন্নভাবে ভয় দেখানো যে এ সুযোগ গেলে পরে আসে না আবার। তাই তুমি চল আমরা পার্টিকে বলে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

খ) মোটামুটি পড়াশোনায় কিন্তু অরাজনৈতিক পরিবার : এক্ষেত্রেও প্রথমবারের মতোই বিষয়, শুধু সাথে ধার্য্য হত পরিবারের আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী ৮০ হাজার থেকে ১.৫ লক্ষ টাকা অব্দি চাঁদা। তবে এইক্ষেত্রে চাঁদা দেওয়ার ব্যাপারটি দেখানো হত ভীষণ নিষিদ্ধ একটি ব্যাপার। মানে বলা হত চাঁদাটা বিভিন্ন জায়গায় আমরা সেটিং করার জন্যে নেব কিন্তু তুমি আমাদের অমুক দাদাকে ভুলেও বলবে না। জানোই তো, আমাদের পার্টিতে এসব চলে না কিন্তু তোমার মেয়েটা পড়াশোনায় এত ভাল আমরা এইটুকু না করতে পারলে নিজেদেরই খারাপ লাগবে।

উপরের দুই ক্ষেত্রেই যারা সুবিধে নিয়ে ঢুকত তাদের নিয়ম করে পার্টি অফিসে হাজিরা, কমরেডদের ছেলেমেয়েদের বাড়ি গিয়ে পড়ানো, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে চাঁদা দেওয়া ইত্যাদি বাধ্যতামূলক ছিল।

গ) প্রবল বাম-বিরোধী বা কংগ্রেসি পরিবারের কেউ মেরিট লিস্টে থাকলে তাকে মার্কড করে আলিমুদ্দিনে জানানো হত। এক্ষেত্রে অ্যাকাডেমিক রেকর্ড যত ভালই হোক না কেন আলিমুদ্দিন থেকে বিচার করা হত লিস্টে থাকা ব্যক্তির বাপ-ঠাকুরদার করা কাজের জন্যে কতটা শাস্তি দেওয়া হবে।

২। পার্টির মূল্যবান নেতাদের ছেলে-মেয়েদের চাকরির জন্যে নেওয়া হত এই পথ। পরীক্ষার মূল পেপার সেটার থাকত বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজে কর্মরত কোনও আদর্শবাদী কমিউনিস্ট প্রফেসর যিনি ফাইনাল প্রশ্নপত্রের প্রশ্নগুলি চিরকুটে লিখে এনে দিয়ে দিতেন। এই প্রশ্ন সাধারণ স্তরের কমরেডরা পেত না।

৩। ছাত্রসংগঠনে যুক্ত থাকা যুব কমরেডদের জন্যে থাকত রেকমেন্ডেশনের ব্যবস্থা। তাদের পারফরম্যান্স অনুযায়ী তারা হয় ২ নম্বর পদ্ধতিতে প্রশ্ন পেত নাহলে পরীক্ষায় পাশের পরে ইন্টারভিউতে বিশেষ ব্যবস্থা থাকত। এদের থেকে কোনও টাকা-পয়সা নেওয়া হত না। কনুই বা হাতের ব্যবহার কোনও নেতা করে থাকলে তার দায়ভার অবশ্যই পার্টিকে দেওয়া যায় না।

৪। যারা কোনওভাবেই পার্টির সাথে না এসে ইন্টারভিউ দিতে যেত তাদের জন্যে থাকত এই পথ। নিজেদের লোক ঢোকানোর পরে লোকসমাজে নিরপেক্ষ থাকার জন্যে ১০-১৫% জায়গা ছেড়ে দেওয়া হত। সমস্ত যোগ্য এবং প্রবল বাম শাসনের সামনে মাথা নিচু না করারা এই ১০-১৫% ফাঁকা পদের জন্যে লড়াই করতেন।

অনিলায়নের চতুর্থ সূত্র : এই সূত্রের মাধ্যমে বিদ্যালয় থেকে পার্টি ফান্ডের টাকা জোগাড় এবং শিক্ষকদের ব্রিগেডের পেশি শক্তি দেখানোর রসদ সংগ্রহ করা হত।

প্রধান শিক্ষক, ম্যানেজিং কমিটি কার্যত নিজেদের দখলে নিয়ে ছাত্র সংগঠনের লোকজন দ্বারা বিদ্যালয়গুলির প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর থেকে প্রতি মাসে এক টাকা করে চাঁদা নেওয়া বা স্টুডেন্টস হেলথ হোমের চাঁদা ইত্যাদি তোলা হত। ব্রিগেড সমাবেশ-সহ একাধিক সমাবেশে এই ছাত্রছাত্রীদের তুলে নিয়েও যাওয়া হত।

আজকের লেখা শুধুমাত্র বিদ্যালয়ে অনিলায়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখছি। আপনাদের অনেকেই ভাববেন আমি সঠিক বলছি কিনা। আমি বিজ্ঞানী মানুষ, তথ্য ছাড়া কথা বলি না। আপনাদের কাছাকাছি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলিতে গিয়ে জানুন ১৯৯৭-২০০৭ অব্দি ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান কারা ছিল। তবে বামেদের আমলে একটা লোকদেখানো স্বচ্ছতা ছিল বলে কাউন্সিলর বা পঞ্চায়েত সদস্যদের একেবারেই উপায় না থাকলে তবেই ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান বানানো হত। ২০০৯ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক উত্থানের ফলে বামফ্রন্ট শেষ দুই বছর অবশ্য অনিলায়নের সূত্রের ব্যতিক্রম ঘটে।

যাইহোক, কংগ্রেসের অধীরবাবু ২০০৬ সালে গ্রেফতারের সময় হুমকি দেন উনি কার কত কালো টাকা আছে সব ফাঁস করে দেবেন। এর কয়েকদিনের মধ্যেই কম— অনিল বিশ্বাস হঠাৎ মাথায় রক্ত জমে মার্ক্সলোকে গমন করেন। অনিলায়নের বিস্ময়কর আবিষ্কারের উপর তথ্যচিত্র বানানোর জন্যে শোনা যায় স্বয়ং রায়সাহেব "ব্রাহ্ম-লোক" থেকে মার্ক্সলোকে যাওয়ার আবেদন করেছিলেন।

সবশেষে একটাই কথা বলা যায়, এসএসসি পশ্চিমবঙ্গে ক্যাডার তৈরির একটি মেশিন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। একথা অনস্বীকার্য।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দিঘার মন্দিরে সুসজ্জিত জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ ■ লেন্সবন্দি নানা মুহূর্ত

জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা, দিঘায় মহাধুমধাম

প্রতিবেদন : প্রভু জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা বুধবার। দিঘার জগন্নাথধামে প্রথম বছর এই স্নানযাত্রা আয়োজনের প্রস্তুতি চলছে মহাধুমধামে। প্রায় ১০০ জন ইসকনের সন্ন্যাসী ইতিমধ্যেই এসে পৌঁছেছেন দিঘার জগন্নাথধামে। প্রশাসনিক মহলেও তৎপরতা তুঙ্গে। দফায় দফায় বৈঠক চলছে জেলা প্রশাসনে। ১২ জুন দিঘার জগন্নাথদেবের রথযাত্রা নিয়ে পুনরায় বৈঠকে বসবে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন।

বুধবার দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে পিতলের কলসের জলে প্রভু জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রাকে স্নান করানো হবে। ইসকনের তরফ থেকে স্নানযাত্রার জন্য মন্দিরের সামনে অবস্থিত খড়ের চালাগুলিকে ইতিমধ্যে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। সেখানেই অনুষ্ঠিত হবে স্নানযাত্রা। এরপর আগামী ১৫ দিন বন্ধ থাকবে জগন্নাথদর্শন। ২৬ জুন জগন্নাথদেবের মন্দিরে অনুষ্ঠিত হবে নেত্র উৎসব। এরপর ২৭ জুন জগন্নাথদেব যাবেন প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে মাসির বাড়িতে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে রথযাত্রা নিয়ে বৈঠক হবে বৃহস্পতিবার।

মহাপ্রসাদ-যাত্রা শুরু

(প্রথম পাতার পর)

হাতেও সেই খোয়া ক্ষীরের নৈবেদ্য তুলে দেওয়া হয়। জেলাশাসকের নির্দেশমতো প্রতিটি ব্লকে মিষ্টি তৈরির জন্য ময়রাদের নামের তালিকা তৈরি করেন বিডিওরা। তাঁদের দিয়েই তৈরি করা হবে গজা ও প্যাড়া।

কলকাতা ইসকনের সহ-সভাপতি তথা মন্দির ট্রাস্টের সদস্য রাধারমণ দাস বলেন, আমরা জগন্নাথদেবকে তিনশো কেজি খোয়া ক্ষীর অর্পণ করলাম। এদিনই বিভিন্ন জেলা এবং ব্লকে ব্লকে বিতরণ করা হয় ক্ষীর। জগন্নাথদেবের প্রসাদ পেতে ইতিমধ্যে বহু মানুষজন মন্দিরে ভিড় জমাচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে বাড়িতে বাড়িতে প্রসাদ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন, তা সত্যিই আধ্যাত্মিকতার এক ভাল দিক। এ-জিনিস আগে কখনও হয়নি।

রাজ্য
10 June, 2025 • Tuesday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আতঙ্ক নয়, সতর্ক থাকুন। কোভিড নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তার পর সচেতন আমজনতা

আইএসএফ, বাম-কংগ্রেস ছেড়ে আমতার একশো পরিবার তৃণমূলে

সংবাদদাতা, হাওড়া : আমতায় বিরোধী দলে বড়সড় ভাঙন। আমতা বিধানসভার ঝিকিরা পঞ্চায়েতে এবার প্রায় শতাধিক পরিবার আইএসএফ, সিপিএম ও কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন। ঝিকিরার দুর্গাপুরে এক দলীয় কর্মসূচিতে তাঁদের হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দেন স্থানীয় বিধায়ক সুকান্ত পাল। ১০০টি পরিবারের ৬০০ জন বিভিন্ন বিরোধী দল থেকে তৃণমূলে যোগ দিয়ে বললেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্য জুড়ে উন্নয়নের যে কর্মযজ্ঞ চলছে তাতে শামিল হতেই আমরা সবাই তৃণমূলে যোগ দিলাম। বিরোধী দলে থেকে মানুষের জন্য কাজ করা যাচ্ছিল না। সে কারণেই আমরা সবাই একসঙ্গে দলত্যাগ করে তৃণমূলে যোগ দিলাম। এর ফলে মানুষের জন্য আরও বেশি করে কাজ করা যাবে।

তাঁদের হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দিয়ে বিধায়ক সুকান্ত পাল বলেন, ওঁরা সবাই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মানুষের জন্য কাজ করতে চান। সে কারণেই ওঁরা দলে আসতে চেয়ে আমাদের কাছে আবেদন করেন। সেই আবেদনের ভিত্তিতে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের অনুমোদনক্রমে তাঁদের তৃণমূলে যোগদান করানো হল। আগামী দিনে আমতার বিভিন্ন এলাকায় আরও অনেকে বিভিন্ন বিরোধী দল থেকে তৃণমূলে যোগ দেবেন। এই উদ্দেশ্যে অনেকেই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। দলীয় নেতৃত্বের অনুমতি পেলে তাঁদের ধাপে ধাপে যোগদান করানো হবে।

আমতার ঝিকিরা পঞ্চায়েতের দুর্গাপুরে আইএসএফ, সিপিএম ও কংগ্রেস থেকে প্রায় ১০০টি পরিবার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন। এক দলীয় অনুষ্ঠানে তাঁদের হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দেন বিধায়ক সুকান্ত পাল।

■ কর্মীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিচ্ছেন আমতার বিধায়ক সুকান্ত পাল। সোমবার।

একুশে জুলাইয়ের প্রচারে জোর কর্মীদের নির্দেশ খড়দহের সভায়

সংবাদদাতা, খড়দহ : দমদম-বারাকপুর সাংগঠনিক জেলার খড়দহ বিধানসভা কেন্দ্রে সোমবার তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মিসভা অনুষ্ঠিত হল। স্থানীয় রবীন্দ্রভবনের এই সভায় উপস্থিত ছিলেন, খড়দহের বিধায়ক তথা কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, দমদমের সাংসদ সৌগত রায়, বারাকপুরের সাংসদ তথা দমদম-বারাকপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি পার্থ ভৌমিক, বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম, সুবোধ অধিকারী, খড়দহের পুরপ্রধান নীলু সরকার, সুকণ্ঠ বণিক, কেয়া দাস-সহ অন্যরা। শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসকে হারাতে বিজেপি সব রকমের উদ্যোগ নেবে। টাকা ছড়াবে। এর বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করতে হবে। লড়াই খুব শক্ত। কিন্তু তাকে আমাদের একযোগে প্রতিহত করতে হবে। দলে শৃঙ্খলা রাখতে হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সেই শৃঙ্খলা রেখেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চতুর্থ বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী করতে হবে। তার জন্য আমাদের সকলকে একযোগে ঝাঁপাতে হবে। বিজেপি ধর্মীয় বিভাজন করতে চাইছে। এটা প্রতিহত করতে হবে।

পার্থ ভৌমিক বলেন, আপনারা যারা নিচে বসে আছেন, আপনাদের জন্যই আমরা মঞ্চে বসে আছি। যাদের পায়ের তলার মাটি নেই তারা সবসময় নেতার তাঁবেদারি করে। যাদের যোগ্যতা থাকে, দল তাদের ঠিক সময়ে যোগ্য সম্মান দেবেই। এলাকায় এলাকায় ২১ জুলাই উপলক্ষে দেওয়াল লিখতে হবে। যাতে মানুষ দেখে তৃণমূল কংগ্রেস রাস্তায় আছে। দলীয় কর্মীদের তৃণমূল স্তরে যেতে হবে। কাউন্সিলর ও পঞ্চায়েত সদস্যদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সরকারি প্রকল্পের খোঁজ নেওয়ার পাশাপাশি যদি কোনও ভুল হয়ে থাকে তার জন্য ক্ষমা চাইতে হবে, এমনই নির্দেশ দেন তিনি।

দমদম-বারাকপুর সাংগঠনিক জেলার মহিলা সভানেত্রী কেয়া দাস বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহিলাদের সম্মান বাড়িয়েছেন। তার বিরুদ্ধে যে কুৎসা করা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদে নামব। সৌগত রায় বলেন, আমি সিপিএমের অত্যাচার দেখেছি। ওরা কাউকে সম্মান করত না। আমি আপনাদের বলব মানুষকে সম্মান দিন। তাঁদের কাছে যান। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত শক্ত করতে হবে। আমাদের প্রধান শত্রু বিজেপি। তাই সব ভুলে সকলকে এক হয়ে কাজ করতে হবে। ২১ জুলাই উপলক্ষে দেওয়াল লেখারও নির্দেশ দেন সৌগত রায়।

■ খড়দহের কর্মিসভায় বক্তব্য রাখছেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। রয়েছেন পার্থ ভৌমিক, সোমনাথ শ্যাম, সুবোধ অধিকারী-সহ অন্যরা। সোমবার।

বর্ষায় বিলম্ব তাপপ্রবাহের সর্তকতা জারি

প্রতিবেদন : দক্ষিণের জেলাগুলিতে এখনও বর্ষা ঢোকার মতো অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়নি। এদিকে বাতাসে জলীয়বাষ্প ও আর্দ্রতা বেশি থাকায় অস্বস্তি আরও বাড়বে। আগামী ১২ জুন পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা খুবই কম। বরং আবহাওয়া হবে আরও শুষ্ক। গোটা সপ্তাহে গরম হাওয়া বইবে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, দুই বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে। এই জেলাগুলিতে গরম হাওয়ার আশঙ্কায় সতর্কতা জারি করা হয়েছে। যদিও বুধবারের বিকেলের পর থেকে আবহাওয়া খানিকটা বদলাতে পারে। বুধ ও বৃহস্পতিবার কলকাতা-সহ দক্ষিণের একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় ও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বেশি সম্ভাবনা রয়েছে দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়ায়। এর ফলে তাপমাত্রা খানিকটা নামতে পারে। এদিকে, দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও তাপমাত্রা বেশ কিছুটা বাড়তে পারে। দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়িতে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে ভারী বৃষ্টি হবে না।

চালু হল সরকারি বাস পরিষেবা

হুগলি থেকে এবার আরও সহজ জগন্নাথধাম দর্শন

সংবাদদাতা, হুগলি : দিঘায় যাওয়া এবার আরও সহজ হল হুগলির প্রত্যন্ত এলাকার বাসিন্দাদের জন্য। স্বল্প ভাড়ায় চালু হল দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার দিঘাগামী বাস। হুগলির মগরা বড়পাড়া থেকে মাত্র ১৮০ টাকায় পৌঁছে যাওয়া যাবে দিঘায় জগন্নাথধামে। বর্ধমানের মেমারি থেকে হুগলির বৈঁচি হয়ে এই বাস যাবে একেবারে দিঘা জগন্নাথ মন্দিরের সামনে। প্রতিদিন মেমারি থেকে সকাল ছটায় বাসটি ছাড়বে। যা বৈঁচি, পান্ডুয়া, মগরা হয়ে দুপুর বারোটার মধ্যে পৌঁছে যাবে দিঘায়। রাস্তায় মাঝে ৪৫ মিনিট থামবে যাত্রীদের খাওয়াদাওয়ার জন্য। দিঘায় জগন্নাথধাম তৈরি হতে সেখানে আরও পর্যটকের ভিড় বেড়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই যাতে এই ধাম দর্শন করতে অসুবিধে না হয় সেই কারণে পরিবহণ ব্যবস্থাকে আরও ঢেলে সাজানো হয়েছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করা হচ্ছে দিঘা আসার জন্য। সেভাবেই হুগলির প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে সরাসরি বাসে একেবারে কম খরচে পর্যটকরা পৌঁছে যেতে পারবেন দিঘার সমুদ্র সৈকত-সহ জগন্নাথ মন্দির দর্শন করতে।

এদিন নতুন বাস সার্ভিস ও বড়পাড়া বাস স্টপেজের শুভ উদ্বোধন করেন হুগলি জেলা পরিষদের সদস্য মানস মজুমদার-সহ বিশিষ্টরা। মানস মজুমদার জানান, বর্ধমান ও হুগলির মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল দিঘার সঙ্গে সরাসরি বাস পরিষেবা চালু করার। মেমারি থেকে এই বাস পরিষেবা চালু হয়েছে। আগে দিঘায় সমুদ্রদর্শনে পর্যটকেরা যেতেন, এবার জগন্নাথদেব দর্শনেও প্রচুর মানুষ যাবেন।

■ হুগলির মগরা বড়পাড়া থেকে চালু বাস পরিষেবা।

কৃতীদের সংবর্ধনা

সংবাদদাতা, হুগলি : শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা যুব তৃণমূলের উদ্যোগে ও সাধারণ সম্পাদক অপরূপ মাজির ব্যবস্থাপনায় প্রতি বছরের মতো এবছরও মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার কৃতীদের সংবর্ধনা, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, ১৪ নং ওয়ার্ডের প্রবীণ তৃণমূল কর্মীদের সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক তথা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অরিন্দম গুইন, পুরপ্রধান পিন্টু মাহাতো, জেলা তৃণমূল জয়হিন্দ বাহিনীর সভাপতি তথা সিআইসি সুবীর ঘোষ, জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি শুভদীপ মুখোপাধ্যায়-সহ কাউন্সিলররা।

■ পরিবেশপ্রেমী তন্ময় ঘোষের উদ্যোগে পানিহাটি ৩২ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শুনু চন্দের সহযোগিতায় একটি গাছ দেশের বীর শহিদের নামে অনুষ্ঠান উৎযাপিত হল। ছিলেন পানিহাটির পুরপ্রধান সোমনাথ দে, উপ প্রধান সুভাষ চক্রবর্তী, কাউন্সিলর সম্রাট চক্রবর্তী, তাপস দে-সহ বিশিষ্টরা। এর পাশাপাশি ৫০০টি চারাগাছ বিতরণ করা হয়।

■ উত্তরপাড়া ১নং ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার কৃতীদের সংবর্ধনা ও রক্তদান শিবির। রয়েছেন পুরপ্রধান দিলীপ যাদব।

■ জাঙ্গিপাড়ার গ্রামে সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা শুনছেন রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী ও স্থানীয় বিধায়ক স্নেহাশিস চক্রবর্তী।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

10 June, 2025 • Tuesday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

৭
১০ জুন ২০২৫
মঙ্গলবার

শ্যালিকাকে বাঁচাতে গিয়ে জামাইবাবুর মৃত্যু। মালদহের কালিয়াচকের ঘটনা। সোমবার সকালে গেট খুলতে গিয়ে ঘটে দুর্ঘটনা। তখনই শ্যালিকাকে বাংচাতে যান জামাইবাবু। গুরুতর জখম হন। পরে মৃত্যু

৪ টোটো উদ্ধার, ধৃত

■ পুলিশের সাফল্য। কালিয়াগঞ্জে পরপর টোটো চুরির পান্ডাকে গ্রেফতার করল পুলিশ। উদ্ধার হয়েছে ৪টি টোটো। চুরি চক্রের দুই পান্ডাকেও গ্রেফতার করল উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ মুস্তাফানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন সাপকালি এলাকায় একটি গ্যারাজে হানা দিয়ে চারটি টোটো-সহ ওই দু'জনকে গ্রেফতার করে।

খুন করে আত্মসমর্পণ

■ প্রেমের মর্মান্তিক পরিণতি। দীর্ঘদিনের প্রেমিকাকে খুন করে থানায় আত্মসমর্পণ যুবকের। ঘটনায় উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ায় চাঞ্চল্য। লক্ষ্মীপুরের দিঘাবানা এলাকার বাসিন্দা সুলতান নামে এক যুবকের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল ওই যুবতীর। বাড়ির লোকেরা এনিয়ে আপত্তি জানিয়েছিল। বেশ কয়েকবার তারা বাড়ি ছেড়ে চলেও যায়। এনিয়ে গ্রামে সালিশি সভাও বসে। পরে তাদের সম্পর্ক মেনে নেয় উভয়ের পরিবার। কিন্তু রবিবার সকাল থেকেই খোঁজ মিলছিল না ওই যুবতীর। এনিয়ে চোপড়া থানায় নিখোঁজের অভিযোগও দায়ের করে যুবতীর পরিবার। এরপরই রবিবার রাতে সুলতান চোপড়া থানায় এসে আত্মসমর্পণ করে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সোমবার চোপড়ার এক চা-বাগানে নিকাশি নালার পাশ থেকে ওই যুবতীর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়।

তলিয়ে গেল যুবক

তলিয়ে যাওয়া যুবকের খোঁজে চলছে তল্লাশি।

■ জলঢাকা নদীতে স্নান করতে নেমে এক যুবক তলিয়ে যাওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়াল ধূপগুড়ি-ময়নাগুড়ি এলাকার বেদগাড়া রেলব্রিজ সংলগ্ন অঞ্চলে। জানা যায়, রবিবার বিকেলে ময়নাগুড়ি রোড ও ব্যাংকান্দি এলাকা থেকে সাত যুবক মিলে স্নানে নামে। স্নানের মাঝেই নিখোঁজ হয়ে যায় ১৮ বছরের সুরজ রায়। সোমবার সকাল থেকে ফের তল্লাশি শুরু হয়। উদ্ধারকাজে নেতৃত্ব দেন ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ। নদীতে নামানো হয়েছে স্পিড বোট। ছিল মোকাবিলা দলের সদস্যরাও। খবর প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত যুবক উদ্ধার হননি।

দুর্নীতিগ্রস্ত বিজেপি কাউন্সিলরের পদত্যাগ চেয়ে বাড়ি অফিস ঘেরাও আমজনতার

সুদীপ্তা চট্টোপাধ্যায় • শিলিগুড়ি

দুর্নীতিগ্রস্ত কাউন্সিলর চাই না। সোমবার বিজেপি কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে স্লোগান তুলে উত্তাল শিলিগুড়ি। পুরনিগমের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অনিতা মাহাতোর তোলাবাজি, বেআইনি নির্মাণ-সহ একাধিক কুৎসার পর্দাফাঁস করেছে জাগোবাংলা। সেই খবরের জেরে ক্ষুব্ধ পুর-এলাকার বাসিন্দারা পথে নামলেন। পতাকা হাতে কাউন্সিলরের দফতর ঘেরাও করেন তৃণমূল কর্মীরা। তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন সাধারণ মানুষও। এই প্রসঙ্গে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বলেন, কোনওরকম দুর্নীতি বরদাস্ত করা হবে না। শিলিগুড়ি পুরনিগম বিজেপির অসৎ কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। বেআইনি নির্মাণ বন্ধ করতে ধরানো হবে আইনি নোটিশ। এদিন শিলিগুড়ির গঙ্গানগরে অনিতা মাহাতোর বাড়ির পাশেই তাঁর দফতরে অবস্থান করেন ক্ষুব্ধরা। কাউন্সিলরের সামনে পুর-এলাকার বাসিন্দারা সরাসরি দাবি করেন, সাধারণ মানুষের আত্মসাৎ করা টাকা ফিরিয়ে দিন। পাশাপাশি জমি দখল করে নির্মাণ বন্ধ করারও দাবি তোলেন তাঁরা। কিন্তু বিজেপি কাউন্সিলর কোনও উত্তর দেননি। ক্ষুব্ধ জনতা দুর্নীতিগ্রস্ত কাউন্সিলরের পদত্যাগের দাবি জানান। তা না হলে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দেন ওয়ার্ডবাসীরা। উল্লেখ্য, মেয়র গৌতম দেব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী ৬ জুন শিলিগুড়ির ৫ নম্বর ওয়ার্ডে জনসংযোগে গিয়ে বিজেপি কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ পান। ৭ জুন জাগোবাংলায় বিজেপি কাউন্সিলরের তোলাবাজি-সহ একাধিক কেচ্ছা ফাঁস হয়। তার পরই গর্জে ওঠেন এলাকার বাসিন্দারা। এদিন সকাল থেকেই অনিতা মাহাতোর ওয়ার্ড অফিস ঘিরে বিক্ষোভ হয়।

প্রতিবাদের ব্যানার নিয়ে কাউন্সিলরের দফতর ঘেরাও। সোমবার।

বেআইনি ২টি প্রাসাদোপম বাড়ি • কোটি কোটি টাকা ডোলা আদায় • সত্যি ঢাকতে হুমকি
বিজেপি কাউন্সিলরের কেলেঙ্কারির পর্দাফাঁস

জাগোবাংলা প্রথম প্রকাশ্যে আনে বিজেপি নেত্রীর দুর্নীতি।

তীব্র গরমে হাঁসফাঁস জলপাইগুড়ি পথযাত্রীদের জল দান পুলিশের

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : একটানা বৃষ্টি, দুর্যোগ কাটিয়ে এবার তীব্র গরমে চরম অস্বস্তি জলপাইগুড়িতে। সকাল হতেই চড়া রোদ। বইছে লু। অসুস্থ হয়ে পড়ছে মানুষ। বাদ যাচ্ছে না পশু-পাখিরাও। হাওয়া অফিসের তরফেও জেলায় সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বাইরে বেরোলেই চরম রোদে পুড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। তবে পথযাত্রীদের পাশে রয়েছে প্রশাসন। রোদ-গরম উপেক্ষা করে রাস্তায় রয়েছে বাড়তি পুলিশ। টোটো, অটো, বাস দাঁড়ালেই ঠান্ডা জল এগিয়ে দিচ্ছেন পুলিশকর্মীরা। যাত্রীরা এই উদ্যোগের প্রশংসা করছেন। উল্লেখ্য, আবহাওয়া দফতরের তথ্য অনুযায়ী, গত তিনদিন ধরেই জেলার তাপমাত্রা ৩৮ ডিগ্রির কাছাকাছি ঘোরাফেরা করছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে ৪০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা এই মৌসুমে নজিরবিহীন। বিশেষত দুপুরের দিকে পরিস্থিতি হয়ে উঠছে আরও ভয়াবহ। খোলা রাস্তায় জনসাধারণের আনাগোনা প্রায় বন্ধ। পথঘাট ফাঁকা, দোকানপাট অনেকটাই বন্ধ থাকছে দুপুরে। বেলা বাড়তেই যেন জ্বলছে পিচ রাস্তা। দুপুরের দিকে রাস্তায় নামলেই যেন আগুনের আঁচ এসে লাগছে শরীরে। পিচ ঢালা রাস্তাগুলোর উপর দিয়ে হেঁটে চলা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছে। ছোট ছোট বাজার এলাকাগুলোতে গরমের চোটে কমেছে ক্রেতা সংখ্যা, বিক্রিও মার খাচ্ছে বলে জানাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ড. অভিজিৎ দে বলেন, প্রচণ্ড গরমে বাড়ছে ডিহাইড্রেশন ও হিটস্ট্রোকের ঝুঁকি।

জলপাইগুড়িতে টোটোযাত্রীদের এবং চালককে জল দিচ্ছেন পুলিশকর্মী। সোমবার।

মালদহে ফের বিজেপিতে ভাঙন

সংবাদদাতা, মালদহ : বাংলায় বিজেপির অস্তিত্ব সংকটে। প্রতিদিন তাসের ঘরের মতো ভাঙছে দল। সোমবার মালদহের মানিকচকের মথুরাপুর অঞ্চলে বিজেপিতে ভাঙন ধরাল রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। বিজেপি ছেড়ে শতাধিক যুবক যোগ দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসে। নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন মালদহ জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি বিশ্বজিৎ মণ্ডল। যোগদানকারীরা সকলেই মথুরাপুর অঞ্চলের বিজেপির সক্রিয় কর্মী ছিলেন বলে জানা গেছে। পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন বিজেপির প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য। গাজোল ব্লকের রানিগঞ্জ-১ নং অঞ্চলের বিজেপির প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য জবা মণ্ডল সদলবলে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন গাজোল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি দীনেশ টুডু। উপস্থিত ছিলেন জেলা মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী সাগরিকা সরকার, গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেন প্রমুখ।

যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিচ্ছেন তৃণমূল নেতৃত্ব।

চোরাশিকার রুখতে পদক্ষেপ, হাই অ্যালার্ট জারি গরুমারায়

আর্থিকা দত্ত • জলপাইগুড়ি

ডুয়ার্সের গরুমারায় ফের চোরাশিকারিদের গতিবিধির আভাস। একশৃঙ্গ গন্ডারকে লক্ষ্য করে সক্রিয় হয়ে উঠেছে বন দফতর, জারি হয়েছে হাই অ্যালার্ট। সূত্রের খবর, সম্প্রতি অসমের কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যানে চোরাশিকারিদের সঙ্গে সংঘর্ষে এক দুষ্কৃতী নিহত হওয়ার পর গরুমারা ও জলদাপাড়ার মতো সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে চোরাশিকারিদের হামলার আশঙ্কা বেড়েছে। উত্তরবঙ্গের গরুমারা ও জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানগুলি একশৃঙ্গ গন্ডারের গুরুত্বপূর্ণ আবাসভূমি। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ির বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন জনজাতির মানুষদের প্রলোভন দেখিয়ে চোরাশিকারিরা গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করতে পারে, এমনই আশঙ্কা বন দফতরের। গরুমারার ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন জানিয়েছেন, বনকর্মী, পুলিশ, প্রশিক্ষিত কুকুর ও কুনকি হাতির সহায়তায় ২৪ ঘণ্টা নজরদারি চালানো হচ্ছে। সম্প্রতি গরুমারা সাউথ রেঞ্জের সংলগ্ন বনবস্তিতে তল্লাশি চালানো হয়েছে। প্রশিক্ষিত কুকুর ও পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সতর্ক করা হয়েছে, সন্দেহজনক কিছু দেখলেই বন দফতর বা পুলিশকে জানাতে বলা হয়েছে। এডিএফও রাজীব দে জানিয়েছেন, কুনকি হাতির সাহায্যে গভীর জঙ্গলে তল্লাশি চলছে। কেউ সন্দেহজনক আচরণ করলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে গরুমারার জিরো বাঁধ ও রামসাইয়ের চর অঞ্চলে।

- বনকর্মী, পুলিশ, কুকুর ও কুনকি হাতির নিয়ে ২৪ ঘণ্টা নজরদারি।
- গরুমারার জিরো বাঁধ ও রামসাইয়ের চর অঞ্চলে সতর্কতা

আমার বাংলা
10 June, 2025 • Tuesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণে সবার সাহায্য চাইলেন মানস

সংবাদদাতা, ঘাটাল : ''আমি আজকে বক্তব্য রাখতে আসিনি। আমি অনুরোধ জানাতে এসেছি ঘাটালের নেতাদের। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানটা করতে হবে। অনেক উইপোকা ভেতর থেকে ঢল কাটছে। আমি অজিত মাইতিকে বলব, দলের নেতাদের নিয়ে প্রত্যেকটি দফতরে যান। দেব ঘাটলার মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে কথা দিয়েছিলেন ভোটের সময়, সেইমতোই আমরা ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান তৈরি করছি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা বলেন, তাই করেন। ১৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করে ইতিমধ্যেই ৫০০ কোটি টাকা দিয়ে দিয়েছেন। কেন্দ্র সরকার টাকা না দিলেও আমরা রাজ্যের টাকায় ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান তৈরি করব।'' এইভাবেই পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের উদ্যোগে আজ ঘাটাল বিদ্যাসাগর স্কুল মাঠে কর্মিসভায় ঘাটালের সবাইকে একসঙ্গে কাজ করার বার্তা দেন মানস ভুঁইয়া। শঙ্কর দলইকে বলেন, রাজনীতিতে ওঠাপড়া থাকবে, দলের স্রোতের বাইরে যাবেন না। ৫৩ বছর মেদিনীপুরে রাজনীতি করছি, প্রতিটি ওয়ার্ড, বুথ ও গ্রাম চিনি। আপনারা সবাই স্পটে যান, দেখুন খোঁজ নিন। ঘাটালের সাংবাদিকদের বলেন, আপনাদেরও বাড়ি ঘাটালে, তাই আপনাদের সহযোগিতা লাগবে, আপনারাও বলুন, এগিয়ে আসুন। কর্মিসভায় মানস ছাড়াও ছিলেন মন্ত্রী শিউলি সাহা, মুখপাত্র ঋজু দত্ত, ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা পিংলার বিধায়ক অজিত মাইতি প্রমুখ। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে মূলত এই কর্মিসভা।এদিন অপারেশন সিঁদুর নিয়ে কটাক্ষ করেন শিউলি। বিরোধী দলের নেতাকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি তৃণমূল মুখপাত্র ঋজু দত্তও।

■ কর্মিসভায় রয়েছেন মানস ভুঁইয়া, শিউলি সাহা, ঋজু দত্ত প্রমুখ।

লোহা কারখানায় বয়লার ফেটে মৃত ১, আহত ১৬

■ দুর্ঘটনাস্থলে আগুন নেভাচ্ছেন দমকল কর্মীরা।

সংবাদদাতা, বর্ধমান : বর্ধমানের পালিতপুরে লোহা কারখানায় ভয়াবহ বয়লার বিস্ফোরণে মারা গেলেন এক ট্রাকচালক। আহত প্রায় ১৬ জন। মৃতের নাম শেখ আমির হোসেন। আহতদের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে জানা গিয়েছে। সোমবার বিকেল ৪টে নাগাদ বিকট আওয়াজে ফেটে যায় কারখানার একটি বয়লার। গত চারদিন ধরে এটি চলছিল বলে অভিযোগ। বিস্ফোরণে গলিত লোহার বার ছিটকে এসে লাগে আমিরের গায়ে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। সোমবার সন্ধে পর্যন্ত প্রায় ১১ জনকে গুরুতর আহত অবস্থায় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। কর্মী মইনুদ্দিন মল্লিক জানিয়েছেন, এন এন ইস্পাত নামে এই কারখানায় এই বয়লারে সেই সময় প্রায় ২০-২১ জন কাজ করছিলেন। কারখানায় আরও কয়েকটি ভাটি রয়েছে। সিকিউরিটি ম্যানেজার অনুপ দত্ত জানিয়েছেন, বিহার, ছত্তিশগড়, পুরুলিয়া প্রভৃতি জায়গা ছাড়াও স্থানীয় বহু মানুষ কাজ করেন। দুর্ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যান তৃণমূলের ব্লক সভাপতি কথাকলি গুপ্ত তা, উপপ্রধান জয়ন্তকুমার মণ্ডল, যুব তৃণমূল নেতা রানা ভট্টাচার্য, শেখ জামাল, শেখ চাঁদু প্রমুখ। কী কারণে দুর্ঘটনা তা নিয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষ কিছু জানাননি। কর্মীদের একাংশের বক্তব্য, টানা চারদিন চলার জন্যই বয়লার তথা ভাটির বিস্ফোরণ ঘটে। এখানে লোহার বিভিন্ন স্ক্র্যাপ এনে তা গলিয়ে লোহার রড, বার, পেরেক প্রভৃতি তৈরি হত। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে, কারখানার শেড উড়িয়ে লোহার টুকরো প্রায় দেড় কিমি দূরে ছিটকে পড়েছে। বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা।

বর্ধমানের পালিতপুর

খড়্গপুরে মহকুমাস্তরে মনিটরিং কমিটির সভা

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : জেলা পর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে খড়্গপুর মহকুমায় একটি মহকুমাস্তরের মনিটরিং কমিটির সভা হল। সভাপতিত্ব করেন খড়্গপুরের মহকুমা শাসক পাতিল যোগেশ অশোকরাও। সভাটি খড়্গপুর মহকুমা কর্মকর্তার কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে হয়। ব্লক ও মহকুমা পর্যায়ের সকল সংশ্লিষ্ট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা যেমন এনএইচএআই-এর গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তারাও অংশগ্রহণ করেন। কমিটির সকল সদস্য আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন, নিজেদের মতামত ভাগ করে নেন। সভার উদ্দেশ্য ছিল, মহকুমা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা, যেমন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের পর্যালোচনা, জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের অগ্রগতি, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়।

মাংস-ভাত খেয়ে মদ্যপান মৃত্যু হল দুই নাবালক বন্ধুর

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : ছুটির দিনে ফুর্তি করতে গিয়ে মর্মান্তিক পরিণতি হল দুই নাবালকের। সন্দীপ সিং (১৩) বন্ধু রাহুল সিংয়ের (১৩) বাড়িতে যায়। সেখানে গিয়ে একসঙ্গে জমিয়ে মাংস-ভাত খায়। এরপর দুই বন্ধু বাড়ির পিছনে গিয়ে মদ্যপানও করে। রবিবার সকাল থেকে দু'জনের বমি, শ্বাসকষ্ট ও অসহ্য গলা-বুক জ্বালা শুরু হয়। রাহুলের দিদি উষা সিং স্থানীয়দের সাহায্যে তাদের কেশিয়াড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই সন্দীপের মৃত্যু হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় খড়গপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল রাহুল। রবিবার রাতে তারও মৃত্যু হয়েছে। পরিবার সূত্রের খবর, দুই বন্ধু রাহুল ও সন্দীপ সারাদিন একসঙ্গেই থাকত। সন্দীপের বাড়ি খড়্গপুর গ্রামীণ থানার ভালুকমাচায়। বাবা মহারাষ্ট্রে শ্রমিকের কাজ করেন। মাও বিভিন্ন জায়গায় শ্রমিকের কাজ করেন। সন্দীপ ও তার দাদা কেশিয়াড়ির পতিবাঁধ এলাকায় মামাবাড়িতে থাকে। সন্দীপের বাবা অনলাইনে ছেলেদের টাকা পাঠাতেন। সেই দিয়ে সংসার চলত। রাহুলের বাড়ি কেশিয়াড়ির পতিবাঁধে। বাবা-মা কোলাঘাটে শ্রমিকের কাজ করেন। বাড়িতে রাহুল আর তার দিদি উষা থাকত। শনিবার সন্দীপের বাবা টাকা পাঠানোর পরে দুই বন্ধু মাংস ও মদ কিনে আনে। তার পরেই রবিবার সকালে এই দুর্ঘটনা। কেশিয়াড়ির ভারপ্রাপ্ত ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক অর্পণ মণ্ডল বলেন, ''প্রাথমিকভাবে খাদ্যে বিষক্রিয়া থেকেই এই ঘটনা ঘটেছে বলে মনে হচ্ছে।''

আত্মঘাতী ছাত্রের সেই ব্ল্যাকমেলার গ্রেফতার

সংবাদদাতা, আসানসোল : গ্রেফতার হল সেই অভিযুক্ত ইমরান শেখ। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, নাবালক ছাত্রকে মাদক খাইয়ে যৌন হেনস্থা করে, ছবি তুলে ক্রমাগত ব্ল্যাকমেল করার। ফলে মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে ২৯ মে আত্মঘাতী হয় রামকৃষ্ণ মিশনের নবম শ্রেণির ছাত্র সুদীপ মাজি (১৫)। ছাত্রের মোবাইল ঘেঁটে জানা যায় ইমরানের কুকীর্তির কথা। সুদীপের পরিবার অভিযোগ দায়ের করে ৫ জুন। তাতেই আসানসোল উত্তর থানার পুলিশ রবিবার রাতে গ্রেফতার করল অভিযুক্ত যুবক ইমরানকে। সোমবার ইমরানকে আদালতে তুলে পুলিশ হেফাজতে নিয়েছে।

■ আদালতের পথে ধৃত ইমরান শেখ।

তবে ইমরান গ্রেফতার হলেও তার মোবাইল ফোনটি এখনও পাওয়া যায়নি। তাতেই রয়েছে হুমকি ও শাসানির কলহিস্ট্রি। ইনস্টাগ্রাম মেসেঞ্জারেও রয়েছে আত্মঘাতী সুদীপ্তের মেসেজ। আত্মঘাতী ছাত্র ও ইমরানের মোবাইল ফোন উদ্ধার করে ফরেনসিক ল্যাবে পাঠাবে পুলিশ।

দারিদ্র উড়িয়ে শ্রীলঙ্কায় খেলতে চলল সুরজ

প্রিন্স কর্মকার • বিষ্ণুপুর

■ সুরজ।

২০ রাজ্যকে হারিয়ে সুরজ সরেন ফুটবল খেলতে পাড়ি দেবে শ্রীলঙ্কায়। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর ব্লকের কুলুপুকুর গ্রামে দিন আনা দিন খাওয়া সংসারে মা, বাবা ও বোনের সঙ্গে বেড়ে-ওঠা দশম শ্রেণির সুরজ ছোট থেকেই স্বপ্ন দেখত রোনাল্ডোর মতো ফুটবল খেলবে। দেশের প্রতিনিধিত্ব করবে। অদম্য জেদ আর ফুটবলের প্রতি ভালবাসা তার স্বপ্ন সাকার করল। স্কুলে লেখাপড়ার ফাঁকে পাশের গ্রামে সুরজ পাড়াতুতো কাকার কোচিংয়ে ফুটবল খেলত। তার খেলার ধরন ও স্কিল দেখে কাকা বুঝতে পারেন ওর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। তারপরেই তিনি জানতে পারেন, ১১ মে মধ্যপ্রদেশে হতে চলেছে অনূর্ধ্ব ১৭ ও অনূর্ধ্ব ১৯ নাইন-এ-সাইড ফুটবল প্রতিযোগিতা। তিনি সুরজকে নিয়ে দ্রুত যান দিঘায় সিলেকশনে। সেখান ফিরে আসার পরেই চিঠি আসে ১১ মে মধ্যপ্রদেশে বাংলার হয়ে অনূর্ধ্ব ১৭ ফুটবল খেলতে যেতে হবে তাকে। ১১ মে সুরজ পৌঁছয় মধ্যপ্রদেশে। চূড়ান্ত পর্যায়ে ওঠে বাংলার অনূর্ধ্ব ১৭ ফুটবল দল। ফাইনালে মুখোমুখি হয় ঝাড়খণ্ডের। ২-১ গোলে জেতে বাংলা। সুরজ চারটি গোল করে, দশটি গোলে সাহায্য করে। বেস্ট স্কোরার হয় সুরজ। নজরে পড়ে অনূর্ধ্ব ১৭ ফুটবল দলের চেয়ারপারসন দীপকুমার মাহাতোর। বাড়িতে ও গ্রামে উৎসবের আবহেই অনূর্ধ্ব ১৭ ফুটবল অ্যাকাডেমি জানায় সুরজকে খেলতে হবে ভারতের হয়ে। সেপ্টেম্বরে শ্রীলঙ্কায় হবে সাউথ এশিয়ান গেম। বাংলা থেকে সুযোগ পেয়েছে দু'জন, তাদের একজন সুরজ। ফলে খুশির হওয়া এলাকা জুড়ে। তবে টাকার সংস্থান হবে কোথা থেকে তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় তার পরিবার।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দিঘার হোটেল মালিকের মৃত্যু ঘিরে উঠছে প্রশ্ন উঠছে। জনবহুল দিঘায় এভাবে হোটেল মালিকের মৃত্যু নিয়ে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে হোটেল মালিকদের মধ্যে। তারা এই ঘটনার কড়া শাস্তি চেয়েছে

আমার বাংলা

10 June, 2025 • Tuesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
১০ জুন ২০২৫
মঙ্গলবার

দক্ষিণ হাওড়া থেকে ডোমজুড় খাল সংস্কার শুরু সেচ দফতরের

সংবাদদাতা, হাওড়া : দক্ষিণ হাওড়ায় সমস্ত খাল সংস্কার শুরু করল সেচ দফতর। সোমবার সেই কাজ পরিদর্শন করে সেচ দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে পুরো এলাকা পরিদর্শন করলেন স্থানীয় বিধায়ক নন্দিতা চৌধুরি। কোন কোন এলাকায় কীভাবে কাজ হবে, নকশা হাতে নিয়ে তা তাঁরা খতিয়ে দেখেন। বর্ষার আগে কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য, বর্ষায় জল জমার সমস্যার সমাধানে খালগুলি সংস্কারের জন্য সেচ দফতরের কাছে আবেদন করেছিলেন স্থানীয় বিধায়ক নন্দিতা চৌধুরি। তারপরই এলাকায় সমীক্ষা করে কাজ শুরু করে সেচ দফতর।

নকশা খতিয়ে দেখছেন বিধায়ক নন্দিতা চৌধুরি।

বিধায়ক নন্দিতা চৌধুরি জানান, ''সেচ দফতরের উদ্যোগে দক্ষিণ হাওড়া থেকে ডোমজুড় পর্যন্ত সমস্ত খাল সংস্কার করবে সেচ দফতর। জোরকদমে কাজ চলছে। কাজ শেষ হলে এলাকায় জল জমার সমস্যা আর থাকবে না। দ্রুত জল নেমে যাবে। ছোট-বড় খালগুলি সংস্কারের পাশাপাশি নিকাশি নালাগুলিও পুরসভার তরফে সংস্কার করা হবে। এই বিষয়ে হাওড়া পুরসভার সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে। এবারের বর্ষায় এলাকায় যাতে জল না জমে তা নিশ্চিত করতে এই কাজ চলছে।'' বিধায়কের উদ্যোগে খালগুলি সংস্কার শুরু হওয়ায় বেজায় খুশি এলাকার বাসিন্দারা।

অভিযুক্ত শ্বেতা ও ছেলে আরিয়ানকে খুঁজছে পুলিশ

সোদপুর-কাণ্ড

সংবাদদাতা, হাওড়া : সোদপুর-কাণ্ডে এখনও পলাতক মূল অভিযুক্ত হাওড়ার বাঁকড়ার শ্বেতা ও আরিয়ান খান। তাদের মোবাইল ফোন বন্ধ। মনে করা হচ্ছে বিদেশে গা-ঢাকা দিয়েছে। আগেও একাধিকবার ব্যাংককে গিয়েছে শ্বেতা। কেন বারবার ব্যাংককে যেত, কার সঙ্গেই বা যেত, খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। মুখ খুলেছেন প্রতিবেশী নাজিরগঞ্জের ব্যবসায়ী মাসুদ আলম খান। জানান, তাঁর ছেলে ও আরিয়ানের বোন ঈশিকা একসঙ্গে পড়ত। ঈশিকা 'আত্মহত্যা' করে। কারণ মা ও দাদা তাকে খারাপ পথে নামতে বাধ্য করছিল। এই ঘটনায় তাঁর কাছ থেকে এক কোটি টাকা চেয়েছিল শ্বেতা। বলেছিল টাকা না দিলে ছেলেকে ফাঁসানো হবে। মাসুদ বলেন, ওই মহিলা আমার ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক আছে বলে পুলিশে অভিযোগ করে। পরে শ্বেতা ফোন করে বলে, ১ কোটি টাকা দিলে দিলে অভিযোগ তুলে নেওয়া হবে। ওই মহিলার বিরুদ্ধে কলকাতায় ৪টি ক্রিমিনাল কেস আছে। এছাড়াও অস্ত্র আইনে মামলা চলছে। প্রোডাকশন হাউসের আড়ালে পর্নো ব্যবসার সঙ্গে এরা যুক্ত ছিল। এদের দ্রুত গ্রেফতার করে নিরপেক্ষ তদন্ত প্রয়োজন। ফকিরপাড়ার প্রতিবেশী সোহেল বলেন, সোদপুরের মেয়েটির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা শুধু বলেছিল সে বাড়িতে কাজ করে। ৪ মাস আগে মেয়েটিকে শেষবার দেখেছি। ওর মা রাতে বেরিয়ে যেত। আরিয়ানই অত্যাচার করত। অত্যাচারের সময় মিউজিক জোরে চালাত। শ্বেতা ওরফে ফুলটুসি ও আরিয়ানের সন্ধানে তল্লাশি চালানো হলেও তারা এখনও ফেরার।

বেলুড় ইন্টিগ্রেটেড তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে রক্তদান শিবির উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী অরূপ রায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর সীমা ভৌমিক, সমাজকর্মী বিশ্বজিৎ মণ্ডল এবং সমাজকর্মী দিবাকর চক্রবর্তী। মহিলা ও পুরুষ মিলে মোট ৮১৪ জন রক্তদান করেন।

মৌনব্রত, তাই আদালতে লিখে জবাব দিচ্ছে হুমায়ুন

সংবাদদাতা, বর্ধমান : ''পাপের ফল কী হতে পারে তা সাধারণ মানুষকে দেখাতে নৃশংসভাবে হত্যার পর বাবা-মায়ের দেহ ঘর থেকে টেনে রাস্তায় নিয়ে আসি।'' পুলিশি জেরায় এই রকমই চাঞ্চল্যকর স্বীকারোক্তি দিয়েছে মেমারির জোড়া খুনে অভিযুক্ত হুমায়ুন। জানিয়েছে, বাবা-মা গরিবদের সমান চোখে দেখত না। এমনকী তাকে বাইরে বের হতে দিত না। গরিবদের সমান চোখে না দেখা পাপ। সেই পাপের শাস্তি দিতেই প্রথমে বাবাকে ও পরে মাকে খুন করে সে। রক্ত পরিষ্কার করতে মায়ের সালোয়ার ব্যবহার করে। প্রথমে বাবাকে আঘাত করার পর মৃত্যু নিশ্চিত করতে ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলার নলি কেটে দেয়। একইভাবে মাকেও হত্যা করে। রবিবার রাতেই ঘটনাস্থলে গিয়ে হুমায়ুনকে সঙ্গে নিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করে মেমারি থানার পুলিশ। সোমবার হুমায়ুনকে আদালতে পেশ করা হলে ১৪ দিনের জেল হেফাজত হয়েছে। পুলিশি হেফাজতে থাকাকালীন ৬২ দিনের মৌন রোজা পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে হুমায়ুন। পুলিশ ও আদালতের সমস্ত প্রশ্নের উত্তরই লিখে লিখে দিচ্ছে।

বেলুড়ের রামকৃষ্ণ গ্রন্থাগারে রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যায় খুদে শিল্পীদের সঙ্গে বিশিষ্ট শিশু চিকিৎসক ও বিধায়ক ডাঃ রানা চট্টোপাধ্যায়।

ব্যবসায়িক শত্রুতা, ইলিশ কেনার নামে খুন, ধৃত দুই

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : ব্যবসায়িক শত্রুতার জেরে এক ব্যক্তিকে খুনের অভিযোগে মুর্শিদাবাদের সুতি থানার পুলিশ ঝাড়খণ্ডের পাকুড় জেলার অন্তর্গত আমরাপাড়া থানায় কর্তব্যরত এক কনস্টেবল ও আরও এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল। ধৃত পুলিশ আধিকারিকের নাম বিপিনকুমার পাঠক। বাড়ি পাকুড়ে। আবু সুফিয়ান নামে সামশেরগঞ্জের একজনকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। মে মাসের ১৫ তারিখে সুতি থানার সাজুর মোড়ের কাছে গ্রামের রাস্তায় এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির দেহে উদ্ধার হয়। পুলিশ জানতে পারে দেহটি আনন্দ রাজ (৩২) নামে পাকুড়ের এক বাসিন্দার। মুর্শিদাবাদ ও মালদায় পাথর সরবরাহ করতেন। আনন্দর ব্যবসার সঙ্গে বিপিন জড়িত ছিল। আনন্দ দেওঘরের বাসিন্দা হলেও গত কয়েক বছর পাকুড়ে বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকছিলেন। সেই সূত্রেই দু'জনের ঘনিষ্ঠতা। ১৪ মে সন্ধেবেলা আনন্দের বাড়িতে পার্টি হয়। পার্টি শেষে আনন্দকে নিয়ে একটি গাড়িতে ফরাক্কার উদ্দেশে ইলিশ মাছ কেনার জন্য বেরোয়। ফরাক্কা ঢোকার আগে ঝাড়খণ্ড পুলিশের ওই কনস্টেবল ম্যানেজার আবু সুফিয়ানকে নিজেদের গাড়িতে তুলে নেয়। এরপর তিনজনে ফরাক্কা থেকে মাছ কিনে ঝাড়খণ্ডে ফেরার সময় শ্বাসরোধ করে আনন্দকে খুন করে।

চম্পাহাটিতে ফুটপাথ দখলমুক্তি অভিযান

সংবাদদাতা, চম্পাহাটি : বেআইনিভাবে দখলকৃত জমিকে দখলমুক্ত করতে অভিযান শুরু করল প্রশাসন। সোমবার থেকে চম্পাহাটিতে শুরু হয়েছে ফুটপাথ দখলমুক্ত অভিযান। বহুদিন ধরে সাধারণ মানুষের চলাচলের একমাত্র ভরসা চম্পাহাটি-সাউথগাড়িয়া বটতলা থেকে চম্পাহাটি রেলগেট পর্যন্ত এই রাস্তায় দু'ধারে বেআইনিভাবে দখল করে বসেছিলেন বহু হকার। প্রশাসনের একাধিকবার নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও কোনও গুরুত্ব দেয়নি। এরপরেই এদিন সকাল থেকেই শুরু হয় অভিযান। এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন কয়েক হাজার গাড়ি চলাচল করে। স্থানীয় বাসিন্দা, যাত্রী, স্কুল-কলেজ পড়ুয়া থেকে শুরু করে বাজার করতে আসা সাধারণ মানুষ, সকলেই এই পথ ব্যবহার করেন। কিন্তু ফুটপাথ দখলের ফলে যাতায়াতে অসুবিধে হচ্ছিল সবার। রেলগেট পড়ে গেলেই দীর্ঘ যানজট হয়ে যেত। ফলে নিত্যযাত্রীদের পড়তে হচ্ছিল ভোগান্তিতে।

চম্পাহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অসিতবরণ মণ্ডল বলেন, ফুটপাথ সাধারণ মানুষের চলাচলের সুবিধার্থে তৈরি করা হয়েছে। কেউ যদি নিজেদের স্বার্থে তা দখল করে নেয়, তাহলে সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। প্রশাসন এমন কোনও কাজকে রেয়াত করবে না। আজকের অভিযান তারই অংশ। আগামী দিনেও যানবাহন নিয়ন্ত্রণে বাড়তি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই অভিযান চলবে ধারাবাহিকভাবে চলবে বলেই জানান তিনি।

অন্ধকারে গরু পথ ভুলে অন্য বাড়ি, বিবাদে খুন ১

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : প্রতিবেশীর বাড়িতে গরু ঢুকে যাওয়াকে কেন্দ্র করে বিবাদের জেরে খুন হয়ে গেল এক যুবক। রবিবার রাতে মুর্শিদাবাদের রানিতলা থানার আখরিগঞ্জ-চর মনসুরপুর গ্রামের শয়তানপাড়ায়। মৃত যুবকের নাম রোহিত শেখ (২০)। সোহেল শেখ, ফিরোজ শেখ এবং শিউলি বিবি নামে আরও তিনজন গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজন মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল এবং অপর একজন কলকাতার এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

হামলার ঘটনায় ১০ জনের বিরুদ্ধে রানিতলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ইতিমধ্যে তিন মহিলা-সহ পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রোহিত ও সোহেল শেখের বাড়ির ঠিক পাশেই ইব্রাহিম ও হান্নান শেখের পরিবারের বাস। রবিবার সন্ধে নাগাদ পথ ভুল করে রোহিতের পরিবারের একটি গরু ইব্রাহিমের বাড়িতে ঢুকে যায়। তা নিয়ে দুই পরিবারে বিবাদ বেধে যায়। ইব্রাহিম, হান্নান, আব্বাস এবং আরও কয়েকজন হাঁসুয়া ও অন্য ধারালো অস্ত্র নিয়ে চড়াও হয়। রোহিত বাধা দিতে গেলে তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে রাস্তায় ফেলে রাখা হয়। বাড়ির অন্যরা বাঁচাতে গেলে তাঁদের উপরেও হামলা হয়। নিহত যুবক এবং একাধিক অভিযুক্ত বিভিন্ন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। ইদ উপলক্ষে বাড়িতে এসেছিল।

১০
১০ জুন ২০২৫
মঙ্গলবার

আমার বাংলা

10 June, 2025 • Tuesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আর্থিক সংকটে ৫ হাজার শ্রমিক • পাশে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন

কেন্দ্রের বাগানে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ বেতন আদায়ে ফের আন্দোলনে চা-শ্রমিকরা

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : মাসের পর মাস কেন্দ্রের অ্যান্ড্রু ইউল গ্রুপের চারটি চা-বাগানে বন্ধ বেতন। বকেয়া আদায়ে শ্রমিকদের আন্দোলন চলছেই। সোমবারও আইএনটিটিইউসি অনুমোদিত চা-বাগান শ্রমিক ইউনিয়ানের নেতৃত্বে অবস্থানে বসেন চা-শ্রমিকেরা। শ্রমিকদের অভিযোগ, টানা সাত সপ্তাহের মজুরি এবং তিন মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে। শুধু তাই নয়, চা-বাগানের স্টাফ ও সাব-স্টাফদেরও প্রাপ্য বেতন, পিএফ, গ্র্যাচুইটি—কোনও কিছুই মিলছে না। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণে জীবনযাত্রা চরম সংকটে। ঘরে ঘরে তৈরি হয়েছে অনাহারের পরিস্থিতি। চিকিৎসা, শিশুদের পড়াশোনা থেকে শুরু করে প্রাত্যহিক চাহিদা—সব কিছুতেই তৈরি হয়েছে টানাটানি। পরিস্থিতি এতটাই জটিল হয়ে উঠেছে যে বহু পরিবার তাদের পুরুষ সদস্যদের ভিন রাজ্যে কাজের খোঁজে পাঠাতে বাধ্য হয়েছে। শ্রমিকদের দাবি, কোম্পানি বারবার প্রতিশ্রুতি দিলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। এই আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়েছে তৃণমূল চা-শ্রমিক সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা-সহ একাধিক শ্রমিক নেতা। তৃণমূল চা-বাগান শ্রমিক সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি তোমারক আলি বলেন, "এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে একযোগে প্রতিবাদ না করলে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। আইএনটিটিইউসি রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এর আগেও তৃণমূলের তরফে জোরালো আন্দোলন করা হয়েছে, প্রয়োজনে আবারও বড় আন্দোলন করা হবে।" তৃণমূল শ্রমিক নেতা আরও জানান, শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনার দাবি নিয়ে তাঁরা সরকার ও প্রশাসনের কাছে জোরালো পদক্ষেপের আবেদন জানিয়েছেন। চা-বলয়ের এই বিক্ষোভের ঢেউ আগামী দিনে বড় আন্দোলনের দিকে এগিয়ে যাবে বলেই মনে করছেন শ্রমিক সংগঠনের নেতারা।

■ কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়ে দাবি আদায়ে অবস্থানে চা-শ্রমিকরা।

ইসরো থেকে তিস্তার ছবি নেবে সেচ দফতর

প্রতিবেদন : সিকিমে এখনও ফুঁসছে তিস্তা। ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে। ঘনঘন গতিপথ বদলাচ্ছে।

তিস্তা কোথায়, কতটা বিপজ্জনক চেহারা নিয়েছে, তা জানতে এবার ইসরো থেকে স্যাটেলাইট ছবি নেবে সেচ দফতর। সম্প্রতি সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া এমনটাই জানিয়েছেন। মন্ত্রী সিকিম প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, তিস্তায় বাঁধ দিয়ে অবৈজ্ঞানিকভাবে সিকিমে ছ'টি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি করা হয়েছে। তারই জেরে আগ্রাসী হয়ে উঠেছে নদী। পাহাড় থেকে বিপুল জলরাশির সঙ্গে বোল্ডার, মাটি নিয়ে এসে সমতলে ফেলছে তিস্তা। ফলে বাংলাকে ভুগতে হচ্ছে।

বিদেশে অভিজ্ঞতার কথা

(প্রথম পাতার পর)

করা হয় পাকিস্তানের জঙ্গিঘাঁটি। কাশ্মীর সীমান্তে অনুপ্রবেশকারীদেরও ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পাকিস্তানের মদতে এই সন্ত্রাস এবং জঙ্গি কার্যকলাপের কথা তুলে ধরতেই ৩২টি দেশে ৭টি প্রতিনিধিদল পাঠানো হয়। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় গিয়েছেন জাপান, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর ও ইন্দোনেশিয়ায়। অভিষেকের বক্তব্য, বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়-সহ বিশ্ববাসীকে নাড়া দেয়। পাকিস্তানকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে বারবার বুঝিয়ে দেন, দেশরক্ষার প্রশ্ন উঠলে তৃণমূল কংগ্রেস সব সময়েতেই দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে থাকে।

আগেই এসেছে পরিযায়ীরা ভিড় কুলিক পাখিরালয়ে

অপরাজিতা জোয়ারদার • রায়গঞ্জ

বর্ষা আসার বেশ কিছু সময়ের আগেই প্রবল বৃষ্টি হয়েছে উত্তরবঙ্গ জুড়ে। তাই এবছর এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম রায়গঞ্জের কুলিক পাখিরালয়ে পরিযায়ী পাখিরাও বেশ কিছুটা আগেই এসেছে। ফলে ভিড় বাড়ছে পর্যটকদের।

ইতিমধ্যেই ৫০ শতাংশ পরিযায়ী পাখি এসে গিয়েছে বলে জানান বনাধিকারিক ভূপেন বিশ্বকর্মা। এবছরও রেকর্ড সংখ্যক পাখি আসতে পারে বলে বলে করছেন তিনি। পক্ষী গণনা অনুসারে বিগত বছরগুলিতে ক্রমাগত সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এই পরিযায়ীদের। প্রতিবছরই জুন মাসের শুরুর দিকে পরিযায়ী পাখিদের আগমন ঘটে। নাইট হেরেন, ওপেন বিল স্টক, কর্মরেন্ট ও ইগ্রেট প্রজাতির পাখিরা সুদূর সাইবেরিয়া থেকে আসে এখানে। আবার ফিরে যায় নভেম্বর মাস নাগাদ। বাড়ি বানানো, প্রজনন থেকে শুরু করে শাবকদের লালনপালন প্রক্রিয়া এখানই সম্পন্ন করে পাখিরা। এই পাখিদের খাদ্য সরবরাহ থেকে বাসস্থানের নিরাপত্তা বজায় রাখার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বন দফতর। নির্দিষ্ট সময়ে পাখিরালয়ের জলাশয়গুলিতে মাছ, শামুক-সহ বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী দেওয়া হয়। উত্তরবঙ্গে বর্ষা শুরুর আগেই ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। যাকে ঘিরে পরিযায়ী পাখিরা নির্দিষ্ট সময়ের আগেই এসে গিয়েছে তাদের আস্তানায়। পাখি দেখতে এখন থেকেই পর্যটকরা আসতে শুরু করেছেন কুলিক পাখিরালয়ে।

সবুজ বাঁচাতে পঞ্চায়েতের একাধিক উদ্যোগ

সংবাদদাতা, কোচবিহার : তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতের বিশেষ উদ্যোগ। সবুজ পরিবেশকে বাঁচিয়ে তোলার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে এই গ্রাম পঞ্চায়েতটি। এই গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন রাস্তার পাশে লাগানো হচ্ছে নিম, পলাশ ও বিভিন্ন প্রজাতির গাছ। নিয়মিত চলবে এই কর্মসূচি। কোচবিহারের ডাউয়াগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে এমনই পরিবেশবান্ধব ভাবনা। এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন পরিবেশপ্রেমীরা। গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে ফেস্টুন টাঙানো হয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েত জুড়ে। তাতে লেখা হয়েছে— একটি গাছ একটি প্রাণ। জানা গেছে, চারাগাছগুলিকে যত্নের দায়িত্ব নিয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েত। আপাতত চারাগাছগুলিকে ব্যারিকেড দিয়ে ঘেরা হয়েছে। ডাউয়াগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কুন্তলা রায়, রোগী কল্যাণ সমিতির জনপ্রতিনিধি অভিজিৎ দে ভৌমিক এদিন এই গাছ লাগানো কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন। প্রধান কুন্তলা রায় বলেন, আগে ডাউয়াগুড়ি, তল্লিগুড়ি এলাকায় প্রচুর গাছ ছিল। আমরা ফের সবুজ প্রাকৃতিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে চাই এলাকায়। রোগী কল্যাণ সমিতির জনপ্রতিনিধি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, গ্রাম পঞ্চায়েতের এই উদ্যোগ প্রশংসার। পরিবেশ রক্ষায় এভাবেই এই উদ্যোগের পাশে সবাইকে এগিয়ে আসা উচিত।

■ বৃক্ষরোপণ করছেন অভিজিৎ দে ভৌমিক।

এসএসসি শিক্ষক নিয়োগে

(প্রথম পাতার পর)

এই সমস্ত নয়া নিয়ম দেখেই আদালতে মামলা করেন আইনজীবী ফিরদৌস শামিম এবং তরুণজ্যোতি তিওয়ারি। তাঁদের অভিযোগ ছিল, নতুন পদ্ধতিতে নিয়োগ হলে অযোগ্যরা সুযোগ পাবে। কিন্তু গোটা বিষয়টি শুনে আদালতের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়, নতুন নিয়মেই নিয়োগ করতে পারবে এসএসসি। এই নিয়ে কোনও জটিলতা থাকবে না।

আতঙ্ক নয়, সতর্ক থাকুন

(প্রথম পাতার পর)

অতিমারির মতো নয়, তবে যাঁদের অন্যান্য শারীরিক জটিলতা রয়েছে, তাঁদের জন্য বাড়তি সতর্কতার পরামর্শ দিচ্ছি।

সব ধরনের হাসপাতালেই বেড, অক্সিজেন এবং ওষুধ মজুত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোভিডের উপসর্গ দেখা দিলে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করানোর পরামর্শও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কারণ তাতে অহেতুক খরচ বাঁচানো সম্ভব।

রাজ্য সরকার আগেই কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে সতর্কতা হিসেবে প্রস্তুতি সেরে রেখেছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, আশা করি অতিমারির পরিস্থিতি তৈরি হবে না। তবে যদি কখনও সেই পরিস্থিতি আসে, তাহলেও অসুবিধা হবে না, কারণ সব ধরনের প্রস্তুতি রাখা হয়েছে।

বিশিষ্ট সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ যোগীরাজ রায় জানিয়েছেন, বর্তমানে যে ভাইরাসটি ছড়াচ্ছে তা ওমিক্রনের একটি উপপ্রজাতি। দ্রুত এই ঢেউ কেটে যাবে বলেই আশা করছেন চিকিৎসকরা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও এটিকে 'ভ্যারিয়েন্ট অব কনসার্ন' হিসেবে চিহ্নিত করেনি। তাই উদ্বেগের কোনও কারণ নেই বলেই মত রাজ্য প্রশাসনের।

২২ হাজার কোটি পেল বিজেপির তিন রাজ্য

(প্রথম পাতার পর)

মিথ্যাচার তাই নয়, সত্যের অপলাপ। প্রত্যেকটি পাইপয়সার হিসেব দিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। ২০২২-এ বাংলার প্রাপ্য ছিল ৭,৫০৮ কোটি টাকা। বাংলার প্রাপ্য থেকে নিয়ে তামিলনাড়ুকে ২০২৩ আর্থিক বছরে দেওয়া হয়েছে ৯,৭০৭ কোটি টাকা। ২০২৪-এ তা বেড়ে হয়েছে ১২,৬০৩ কোটি টাকা। কেন? অভিযোগ উঠেছে একশো দিনের কাজে শ্রমিকদের টাকা না দিয়ে সেই টাকা রাজ্য সরকারগুলি তাদের বিভিন্ন শিল্পে ঢেলেছে। এটা দুর্ভাগ্যজনক এবং বিমাতৃসুলভ আচরণ। যথাযথ হিসেবের অভিযোগ তুলে বাংলার টাকা আটকানো হচ্ছে। অথচ অন্য রাজ্য শ্রমিকদের একশো দিনের কাজের মজুরির টাকা না দিয়ে তা ব্যবহার করছে শিল্পের মেশিনপত্র কেনার জন্য! কেন্দ্রের নিয়মে কী করে এই রাজ্যগুলি ছাড়পত্র পায়? প্রত্যেক বছর মনরেগার টাকাও পেয়ে যায়। স্পষ্ট হচ্ছে বিজেপির নোংরা রাজনীতি। তামিলনাড়ুর মতো একইভাবে বিহারের বার্ষিক প্রাপ্য ৫,৪০৭ কোটি টাকা থেকে ১০,২৬৯ কোটি টাকা হয়েছে। মহারাষ্ট্রের ২,০৫৬ কোটি টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৪,৯০০ কোটি টাকা। বাংলার শ্রমিকদের বঞ্চিত করে এভাবেই নিয়মবহির্ভূতভাবে বিজেপি সরকার স্বেচ্ছাচারিতা চালিয়ে যাচ্ছে। তথ্য বলে দিচ্ছে মিথ্যাচারের রাজনীতির আসল চেহারাটা।

এবার কী বলবেন মোদি-শাহ?

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বেঙ্গালুরুতে ৩৬ বছর বয়সের হরিণীকে হোটেলে নিয়ে গিয়ে ১৭ বার ছুরির কোপ মেরে হত্যা করল ২৫ বছর বয়সের ইঞ্জিনিয়ার ইয়াস। পুলিশের অনুমান, বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের কারণেই এই খুন। গ্রেফতার করা হয়েছে ইয়াসকে

দিল্লি দরবার

10 June 2025 • Tuesday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

কেরল উপকূলে রহস্য বিস্ফোরণ সিঙ্গাপুরের জাহাজে

প্রতিবেদন: আরব সাগরে জাহাজে রহস্যজনক বিস্ফোরণ। কেরলের উপকূলে সিঙ্গাপুরের পণ্যবাহী জাহাজে ঘটে এই বিস্ফোরণ। কারণ জানা যায়নি। তবে প্রতিরক্ষামন্ত্রকের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, জাহাজে থাকা ২২ জন ক্রুর মধ্যে ১৮ জন নৌকায় নিরাপদ স্থানে চলেছেন। এখনও নিখোঁজ ৪ জন। আগুন লেগে গিয়েছে জাহাজটিতে। সোমবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ

মুম্বইয়ের মেরিটাইম অপারেশনস সেন্টার কোচিতে বিস্ফোরণের খবর পায়। খবর পাওয়া মাত্রই কেরলের উপকূলে পৌঁছেছে ভারতীয় যুদ্ধজাহাজ আইএনএস সুরত। পাঠানো হয়েছে নৌসেনার বিমানও।

সূত্রের খবর, সিঙ্গাপুরের ২৭০ মিটার লম্বা পণ্যবাহী জাহাজ এমভি ওয়ান হাই ৫০৩ ৭ জুন কলম্বো থেকে রওনা হয়ে মুম্বইয়ের দিকে যাচ্ছিল। ১০ জুন গন্তব্যে পৌঁছনোর কথা ছিল। কিন্তু তার মাঝেই এই বিপত্তি।

প্রতিরক্ষামন্ত্রক সূত্রে খবর, সোমবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ সিঙ্গাপুরের জাহাজটিতে বিস্ফোরণ ঘটার খবর যায় মুম্বইয়ের মেরিটাইম অপারেশনস সেন্টারে। এরপরেই বিষয়টি কোচির দফতরে জানানো হয়। তৎপর হয়ে পদক্ষেপ করে ভারতীয় নৌসেনা। খবর পেয়েই ভারতের যুদ্ধজাহাজ আইএনএস সুরতকে ঘটনাস্থলে পাঠানো হয় যেটি সেই সময় কোচির দিকে আসছিল। দ্রুত যুদ্ধজাহাজটিকে কেরলের উপকূলে বিস্ফোরণস্থলে যাওয়ার বার্তা দেওয়া হয়। নৌসেনা ঘাঁটি থেকে নৌসেনার একটি বিমানও পাঠানো হয়।

বুধবার পাড়ি দেবেন শুভ্রাংশুরা

মঙ্গলবার নয়, বুধবার ভারতীয় মহাকাশচারী শুভ্রাংশু শুক্ল-সহ ৪ জনকে নিয়ে মহাকাশে পাড়ি দেবে অ্যাক্সিয়ম-৪। খারাপ আবহাওয়ার কারণে আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেওয়ার দিনক্ষণ সামান্য পিছিয়ে গেল বলে জানিয়েছে ইসরো।

মাইন বিস্ফোরণে হত এএসপি

প্রতিবেদন: ছত্তিশগড়ের সুকমায় মাওবাদীদের আইইডি বিস্ফোরণে নিহত হলেন জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার। বেশ কয়েকজন জওয়ান আহত বলেও জানানো হয় পুলিশের তরফে। ঘটনায় ফের একবার মাওবাদীদের ফিরে আসার ইঙ্গিত মিলেছে ছত্তিশগড়ে। সুকমার কোনটা এলাকায় চাষের যন্ত্রপাতিতে মাওবাদীরা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, এরকম খবর পেয়ে সোমবার ভোরে রওনা দেয় পুলিশের একটি দল। নেতৃত্বে ছিলেন সুকমা জেলার কোনটা ডিভিশনের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আকাশ রাও গিরিপুঞ্জে। পায়ে হেঁটে এলাকায় ঢোকার সময়ই মাটিতে পুঁতে রাখা আইইডি বিস্ফোরণে গুরুতর আহত হন তিনি। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে জানিয়েছে ছত্তিশগড় প্রশাসন।

যাত্রী সুরক্ষার দায় এড়াতে সাফাই রেলের

মুম্বইয়ের ট্রেনে মাত্রাছাড়া ভিড়

লাইনে ছিটকে পড়ে মৃত্যু ৮ যাত্রীর

প্রতিবেদন : ফের প্রমাণিত হল রেলের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, ভিড় নিয়ন্ত্রণ এবং যাত্রীসুরক্ষায় উদাসীনতা। সোমবার সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ মহারাষ্ট্রের থানে জেলায় অতিরিক্ত যাত্রীবোঝাই একটি ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে প্রাণ হারালেন ৮ যাত্রী। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন জিআরপির এক কনস্টেবলও। দিভা এবং কোপার স্টেশনের মধ্যে দুর্ঘটনাটি ঘটে। অতিরিক্ত ভিড়ের চাপে এই দুর্ঘটনা বলে জানা গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন কাশারা থেকে মুম্বইগামী একটি লোকাল ট্রেন থেকেই যাত্রীরা পড়ে যান ট্র্যাকে। ৬ যাত্রী গুরুতর

জখম হয়ে ছত্রপতি শিবাজি হাসপাতালে মৃত্যুর মুখোমুখি। আশ্চর্যের বিষয় সেন্ট্রাল রেল থেকে এ-ব্যাপারে কোনও বিবৃতি দেওয়া না হলেও সংযোগ আধিকারিকের বক্তব্য, যাত্রীরা এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে পড়ে গিয়েছেন না লোকাল ট্রেন থেকে পড়ে গিয়েছেন তা এখনও জানা যায়নি। তবে উলটোদিক থেকে আসা দুটো ট্রেনের ঝুলন্ত যাত্রীদের পিঠের ব্যাগ ঘষে গিয়ে এই দুর্ঘটনা বলে সাফাই দিতে চাইছে রেল। লক্ষণীয়, গত ২২ জানুয়ারি গুজবের জেরে জলগাঁওয়ে একটি ট্রেন থেকে লাফিয়ে নেমে দ্রুত লাইন পার হতে গিয়েছিলেন বেশকিছু যাত্রী। উলটোদিক থেকে আসা পুষ্পক এক্সপ্রেসের ধাক্কায় তাঁদের মধ্যে প্রাণ হারান ১৩ জন। এদিনের দুর্ঘটনার পর প্রতিটি লোকাল ট্রেনে স্বয়ংক্রিয় দরজা বসানোর পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে রেল।

বিজেপির ত্রিপুরাতেই রমরমিয়ে অনুপ্রবেশের দালালচক্র, ধৃত ৩

প্রতিবেদন: আবার বেআব্রু গেরুয়া প্রশাসনের অপদার্থতা। সরষের মধ্যেই ভুত। সীমান্ত পাহারায় চূড়ান্ত ব্যর্থ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বিএসএফ। দেশের বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ ঠেকাতে ব্যর্থ বিজেপির কেন্দ্রের সরকার। এবার বিজেপির রাজ্যেই খোঁজ মিলল একাধিক দালালের, যারা বাংলাদেশি নাগরিকদের অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করাত টাকার বিনিময়ে। বিজেপি শাসিত ত্রিপুরাতেই রমরমিয়ে চলছিল দালালের হাত ধরে অনুপ্রবেশ। এক বাংলাদেশি-সহ দুই দালালকে গ্রেফতার করল আগরতলা রেল পুলিশ। এখানেও সেই বিএসএফের অক্ষমতাকেই নিশানা বাংলার শাসকদল তৃণমূলের। সম্প্রতি রেলপথে যাতে কোনও অনুপ্রবেশকারী ভারতের অন্যত্র না যেতে পারে, তার জন্য শুরু হয়েছে কড়া নজরদারি। সেই তল্লাশিতেই আগরতলায় একের পর এক জালে পড়ছে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ও দালাল। সোমবার আরপিএফের হাতে ধরা পড়ে ঝিলমিল নামে এক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। সেই সঙ্গে সাগর মণ্ডল ও সুব্রত দাস নামে দুই দালালকেও গ্রেফতার করে আরপিএফ। দু'জনেই পশ্চিম ত্রিপুরার বাসিন্দা। অনুপ্রবেশকারীকে কলকাতা থেকে দিল্লি পাঠানোর ছক ছিল বলে জানান আগরতলা রেলপুলিশের ওসি তাপস দাস।

প্রসঙ্গত, শনিবারও আগরতলা রেলস্টেশন থেকেই এক বাংলাদেশি নাগরিক গ্রেফতার হয়। সেই সময়ও তার সঙ্গে গ্রেফতার হয়েছিল এক ত্রিপুরার দালাল। ত্রিপুরার ক্ষেত্রেও তাই বিএসএফ ও কেন্দ্রকেই দায়ী করছে তৃণমূল। রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষের দাবি, জল-স্থল-অন্তরীক্ষ তিনটে সীমানাই কেন্দ্রীয় সরকারের। কোনও বহিরাগত যদি আকাশপথে, জলপথে বা স্থলপথে আসে তার সব দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। বিজেপির রাজ্যে ঢুকছে কী করে। স্টেশন থেকে ধরা পড়ছে। কেউ বলছে দিল্লি যাব, কেউ বলছে কলকাতা যাব। যদি ট্রেনে উঠে কলকাতা আসে বলা হবে কলকাতা থেকে ধরা পড়ল। সূত্রটা তো সীমান্ত। ব্যর্থতা সম্পূর্ণ বিএসএফের, অমিত শাহর দফতরের।

অশান্ত মণিপুরে আগুন কেন্দ্রীয় বাহিনীর ট্রাকে

প্রতিবেদন: কার্ফু, ইন্টারনেটে নিষেধাজ্ঞা কোনওটাতেই কোনও কাজ হচ্ছে না। সোমবার আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠল মণিপুর। রাস্তায় নেমে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়েছে পুলিশ। জখম হয়েছেন অন্তত ১১ জন। ইম্ফল পূর্বে কেন্দ্রীয় বাহিনীর একটি বাসেও আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। শনিবার শুরু হওয়া বিক্ষোভ অব্যাহত সোমবারও।

এখনও খোঁজ মেলেনি সিকিমের ৫ জওয়ানের

প্রতিবেদন: এখনও সিকিমে খোঁজ মেলেনি ৫ জওয়ানের। শুধুমাত্র সাইনুদ্দিন পি কে নামে এক জওয়ানের দেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে সোমবার। এক সপ্তাহের বেশি আগে প্রবল ভূমিধসে বিধ্বস্ত হয় উত্তর সিকিমের চাতেন এলাকা। চাতেনের সেনাক্যাম্পের একটা বড় অংশ ধসে চাপা পড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৩ জওয়ানের। নিখোঁজ ছিলেন ৬ জওয়ান। তার মধ্যে একজনের দেহ উদ্ধার হল সোমবার। বাকি নিখোঁজদেরও সন্ধান চালানো হচ্ছে, জানিয়েছে সেনাবাহিনী।

মধুচন্দ্রিমায় স্বামীকে খুন করে উত্তরপ্রদেশে ধৃত স্ত্রী

প্রতিবেদন: মেঘালয়ে মধুচন্দ্রিমায় গিয়ে স্বামী রাজা রঘুবংশীর রহস্যজনক খুনের ঘটনার ১৭ দিন পর যোগীরাজ্যের গাজিপুর থেকে গ্রেফতার করা হল স্ত্রী সোনম রঘুবংশীকে। এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে মোট ৫ জনকে। এর মধ্যে রয়েছে রাজ নামে এক যুবক। যার সঙ্গে সোনমের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে। পুলিশের বিশ্বাস, এই রাজকে সঙ্গে নিয়েই ভাড়াটে খুনিকে দিয়ে স্বামীকে খুন করিয়ে গা ঢাকা দেয় সোনম। রাজও জালে পড়েছে পুলিশের। সে সোনমের বাবার সংস্থায় কাজ করত বলে জানা গিয়েছে। লক্ষণীয়, গত ১৯ মে সোনমের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল মধ্যপ্রদেশের ইনদওরের যুবক রাজা রঘুবংশীর। বিয়ের পরের

দিনই মেঘালয়ে হানিমুনে রওনা হয় নবদম্পতি। কিন্তু রহস্যজনকভাবে শিলংয়ে নিখোঁজ হন ইনদওরের নবদম্পতি। কিছুদিন পরে উদ্ধার করা হয় রাজার দেহ। কিন্তু নিখোঁজ ছিল স্ত্রী সোনম। তার খোঁজে চিরুনি তল্লাশি শুরু পুলিশ। অবশেষে রবিবার রাত ১টা নাগাদ সোনমের দেখা মেলে উত্তরপ্রদেশের এক ধাবায়। কীভাবে সে এখানে পৌঁছল তা কিন্তু জানাতে পারেনি সোনম। ধাবা মালিকের কাছে ফোন চেয়ে ভাই গোবিন্দকে রাতেই ফোন করে সোনম। ভাইয়ের কথামতো শাহিল সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে পুলিশকে। তারপরেই পুলিশ এসে হেফাজতে নেয় সোনমকে। এই পর তাকে তুলে দেওয়ার কথা মেঘালয় পুলিশের হাতে।

চেনাব রেল প্রকল্প নাড্ডার মিথ্যাচার

কড়া জবাব কাকলির

প্রতিবেদন: চেনাব রেল প্রকল্প নিয়ে মিথ্যাচারের জবাবে বিজেপি সভাপতি নাড্ডাকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করল তৃণমূল। দলের লোকসভা সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষদস্তিদারের মন্তব্য, এই বিজেপি সরকার ইতিহাস মুছে দিতে চাইছে। কোনও সঠিক তথ্য এই বিজেপির কাছে থাকে না। জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রেলমন্ত্রিত্বে চেনাব রেল প্রকল্প নিয়ে কীভাবে সত্যের অপলাপ করছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন কাকলি। সোমবার দিল্লিতে নাড্ডা নিজেদের অপদার্থতা আড়াল করতে চেনাব রেল প্রকল্প নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদান অস্বীকার করেন। নাড্ডার বক্তব্য খারিজ করে তৃণমূল সাংসদ কাকলি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকাকালীন দেশজুড়ে এরকম একাধিক রেল প্রকল্প ঘোষণা করে গেছেন। তার মধ্যে কয়েকটির কাজ আজ শেষের পথে। এইসব প্রকল্পের বাজেট তিনি বরাদ্দ করে গেছেন নিজে। রেলমন্ত্রী হিসাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এইসব প্রকল্প বিজেপির অস্বীকার করে কোন সাহসে! রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি-সহ যাবতীয় তথ্য প্রকাশ করার পরেও কোন যুক্তিতে জনগণকে বিভ্রান্ত করে মোদির দল?

রামমন্দিরের প্রসাদ ১০ কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ

প্রতিবেদন: নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে ঘটা করে অযোধ্যায় রামমন্দিরের উদ্বোধন করেছিলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আর এবার সেই রামলালার প্রসাদ নিয়ে বিপুল অঙ্কের জালিয়াতি বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশেই। প্রসাদ বিতরণের নামে অনলাইনে প্রায় ১০ কোটি টাকারও বেশি প্রতারণা করা হয়েছে বলে অভিযোগ। মূলচক্রীকে গ্রেফতার করেছে উত্তরপ্রদেশ পুলিশের সাইবার ক্রাইম বিভাগ।

জানা গেছে, রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে ভক্তদের উন্মাদনাকে কাজে লাগিয়ে একটি ভুয়ো ওয়েবসাইট তৈরি করেছিলেন গাজিয়াবাদের বাসিন্দা মূল অভিযুক্ত আশিস সিং। ওই ওয়েবসাইট থেকে অর্ডার করলেই রামমন্দিরের প্রসাদ বাড়িতে পৌঁছে যাবে বলে জানানো হয়েছিল। মন্দিরের রেপ্লিকা, কয়েন বিক্রির ভুয়ো বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়েছিল।

কানাডায় আসন্ন জি৭ বৈঠকের আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে হুঁশিয়ারি দিল খালিস্তানি চরমপন্থীরা। কানাডায় খালিস্তানপন্থীদের উপস্থিতি ও সাম্প্রতিক কার্যকলাপ সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে এই খবর জানিয়েছেন সে-দেশের সাংবাদিক মোচা বেজিরগান

ইজরায়েলি বাহিনীর হাতে আটক পরিবেশকর্মী থুনবার্গ

ত্রাণ নিয়ে গাজায় প্রবেশে বাধা, মুক্তির দাবি

প্রতিবেদন: আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সুইডিশ জলবায়ুকর্মী গ্রেটা থুনবার্গ ও তাঁর সঙ্গীদের নৌকা মাদলীনকে গাজায় প্রবেশ করার আগেই আটকে দিয়েছে ইজরায়েলি বাহিনী। সোমবার ভোররাতে গাজার কিছুটা দূরে থুনবার্গদের নৌকাটিকে আটক করা হয়। পাশাপাশি গ্রেফতার করা হয় নৌকায় থাকা সকলকে। খবর পাওয়া যায় এই ঘটনার পরপরই নিখোঁজ পরিবেশকর্মীরা। তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে সামনে আসে গ্রেটা থুনবার্গের শেষ ভিডিয়োবাতাটি। যেখানে সুইডেনের এই জলবায়ুকর্মীকে বলতে শোনা যায়, 'আমাদের অপহরণ করতে চলেছে ইজরায়েল। সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া থুনবার্গের ভিডিয়োবাতাটি প্রকাশ্যে এনেছে 'ফ্রিডম ফ্লোটিলা কোয়ালিশন' নামের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, যাদের মাধ্যমেই গাজায় ঢোকার পরিকল্পনা নেয় ১২ সদস্যের প্রতিনিধিদল। সংশ্লিষ্ট ভিডিওটিতে থুনবার্গকে বলতে শোনা যাচ্ছে, আমার নাম গ্রেটা থুনবার্গ। আমি সুইডেন থেকে এসেছি। আপনারা যদি এই ভিডিওটি দেখেন, তা হলে জানবেন যে ইজরায়েল এবং তাদের সমর্থকরা আমাদের আন্তর্জাতিক জলসীমায় আটকে রেখেছে। আমাদের অপহরণ করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আমি আমার বন্ধুবান্ধব, পরিবার এবং সহকর্মীদের অনুরোধ করছি তাঁরা যেন আমাকে এবং অন্যদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মুক্ত করতে

সুইডেন সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেন।
এদিকে ইজরায়েলের বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক জলসীমায় ইজরায়েলি কমান্ডোদের হাতে মাদলীন জাহাজ আটকের পর এর কর্মীদের ইজরায়েলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ফ্রিডম ফ্লোটিলা কোয়ালিশনের প্রেরিত জাহাজটি গাজা থেকে প্রায় ১৬০ কিমি দূরে থাকাকালীন আটক করা হয়। মানবাধিকার কর্মীদের অভিযোগ, এই জাহাজটি ক্ষুধার্ত প্যালেস্তানীয়দের জন্য মানবিক সহায়তা বহন করছিল। ১ জুন সিসিলি থেকে যাত্রা শুরু করা মাদলীন জাহাজের উদ্দেশ্য ছিল গাজায় খাদ্যসামগ্রী ও প্রয়োজনীয় মানবিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়া। সেই জাহাজ আটকের ঘটনায় আন্তর্জাতিক মহলে নতুন করে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষত যখন জলবায়ুকর্মী গ্রেটা থুনবার্গ-সহ ১২ জন কর্মীকে ইজরায়েল আটক করেছে। ইজরায়েলের এই পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক জলসীমায় একটি মানবিক সাহায্যকারী জাহাজের ওপর বলপ্রয়োগ, আন্তর্জাতিক আইন এবং মানবিক সহায়তা পৌঁছানোর নীতির লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হচ্ছে। লাগাতার সামরিক আক্রমণ ও দীর্ঘস্থায়ী অবরোধের ফলে গাজার জনগণ খাবার, পানীয় জল, চিকিৎসাসামগ্রী এবং অন্যান্য মৌলিক প্রয়োজনীয়তার তীব্র সংকটের সম্মুখীন। মানবিক সহায়তা সংস্থাগুলি বারবার এই অবরোধ প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছে, কারণ এটি গাজার অসামরিক জনগণের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। ইজরায়েলের আক্রমণে গাজায় ৫৪,০০০-এরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে বলে খবর। বিশেষত নারী ও শিশুরা এই যুদ্ধের প্রধান শিকার। মাদলীন জাহাজ আটক এবং গ্রেটা থুনবার্গের মতো আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত কর্মীদের আটক করা আন্তর্জাতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। মানবাধিকার সংস্থা এবং বিভিন্ন দেশ ইজরায়েলের এই পদক্ষেপের নিন্দা করে অবিলম্বে আটকদের মুক্তি এবং গাজায় মানবিক সহায়তা পৌঁছানোর জন্য নিরাপদ পথ নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে।

এবার মুক্তিযোদ্ধা প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিকে গ্রেফতারির চক্রান্ত ইউনুস সরকারের

ক্যানসার-আক্রান্ত হামিদ চিকিৎসা করিয়ে ফিরেছেন বাংলাদেশে

প্রতিবেদন: গুরুতর অসুস্থ, শয্যাশায়ী। ক্যানসারের আক্রমণে জর্জরিত দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিকেও এবার খুনের মামলায় জেলে ভরতে চায় বাংলাদেশের ইউনুস সরকার।

দেশ ছেড়ে পালানোর জল্পনা নস্যাৎ করে রবিবার গভীর রাতে দেশে ফিরেছেন বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ও ক্যানসার আক্রান্ত আবদুল হামিদ। প্রতিহিংসাবশত এবার খুনের মামলায় গ্রেফতার হতে পারেন তিনি। ঢাকা এবং কিশোরগঞ্জে তাঁর বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের করেছে ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকার। এই মামলাতেই তাঁকে জেলে পোরার চক্রান্ত হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। প্রাক্তন মুক্তিযোদ্ধা ও হাসিনা ঘনিষ্ঠ টানা একদশকের রাষ্ট্রপতি হামিদ নিয়ম মেনে বৈধ কাগজপত্র দেখিয়েই ক্যানসারের চিকিৎসা

করাতে গিয়েছিলেন ব্যাংককে। তবুও তাঁর বিদেশযাত্রাকে অবৈধ ঘোষণা করে ইউনুস সরকার। বরখাস্ত করা হয় দুই অফিসারকে। একমাস পরে যখন ফিরে এলেন ঢাকায়, তখন তাঁর শরীরের ওজন প্রায় অর্ধেক। কারও সাহায্য ছাড়া দাঁড়ানোর ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত নেই। ৮ মে ঢাকা থেকে ব্যাংককে রওনা হওয়ার সময়ও কোনওরকমে লুঙ্গি এবং ফতুয়া পরে উঠতে পেরেছিলেন বিমানে। অদ্ভুত ব্যাপার, গুরুতর অসুস্থ প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির অন্য দেশে চিকিৎসা করানো নিয়েও ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যাচার ও জলঘোলা করে ইউনুস অনুগত ছাত্ররা। গুজব ছড়ায়, চেহারা লুকিয়ে দেশ ছেড়েছেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি। অথচ কম ভাড়ার কারণেই মধ্যরাতের বিমান ধরেছিলেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি। কিন্তু সঠিক সময়ে ফিরে আসার পরেও আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, খুনের মিথ্যা মামলায় তাঁকে জেলে পাঠানোর ষড়যন্ত্র করছে ইউনুসের সরকার। গত ৫ অগাস্ট হাসিনা জমানার এই রাষ্ট্রপতির কিশোরগঞ্জের বাড়িতে হামলা চালায় মৌলবাদী জনতা। ব্যাপক ভাঙচুর করে আগুন লাগানোরও চেষ্টা হয়। তবে এই ঘটনার কোনও প্রতিবাদ প্রকাশ্যে জানাননি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি। কিন্তু তারপরেও তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল আরও বড় ধাক্কা, মিথ্যা অপবাদ। কিছুদিনের মধ্যেই ঢাকা এবং কিশোরগঞ্জে খুনের মামলা দায়ের করা হয় তাঁর বিরুদ্ধে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির চিকিৎসার দায়িত্ব সেদেশের সরকারের হলেও তাঁর ক্ষেত্রে মানা হচ্ছে না কোনও প্রোটোকলই। উল্টে চূড়ান্ত অসম্মান ও হেনস্থা করা হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বড় দায়িত্ব পেলেন চন্দ্রচূড়

দেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি

প্রতিবেদন: তাঁর কর্মজীবনের শেষদিকে কয়েকটি পদক্ষেপ ও মন্তব্য ঘিরে সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের আইনি জ্ঞান ও গভীরতা নিয়ে কোনও মহলের কোনও সংশয় নেই। আর এবার অবসরের পর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বড় দায়িত্ব পেলেন দেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়। জার্মানির শক্তি উৎপাদনকারী সংস্থা উইনটারশ্যাল এবং রাশিয়ার মধ্যে মধ্যস্থতা করার ক্ষেত্রে নিয়োগ প্রধান কর্তৃপক্ষ হিসেবে নিযুক্ত হলেন তিনি। এটি জ্বালানি খাতে সহযোগিতায় এই বহুপাক্ষিক চুক্তি কাজ করে। ২০২৪ সালের নভেম্বরে প্রধান বিচারপতির পদ থেকে অবসর নেন ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়। সাংবিধানিক প্রজ্ঞা, আধুনিকমনস্কতা এবং আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কে চর্চা থাকায় সমাদৃত তিনি। সেই কারণেই তিনি এই দায়িত্ব পেলেন বলে মনে করা হচ্ছে। বিভিন্ন দেশের আন্তর্জাতিক স্তরে গভীর আইনি জ্ঞান থাকা ব্যক্তিত্বদের মধ্যে থেকে এই পদে বেছে নেওয়া হয়। সেই তালিকায় নাম উঠল ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতির।

যে পদ চন্দ্রচূড় পেয়েছেন তা পামানেন্ট কোর্ট অফ আরবিট্রেশনের আওতাভুক্ত। বিনিয়োগকারী সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট দেশের মধ্যে আইনি জটিলতা দেখা দিলে তার সমাধান সূত্র বের করে এই সংগঠন। এতদিন ওই পদে ছিলেন এডুয়ার্ডো সিকুইরোজ। ২২ মে তিনি ইস্তফা দেন। সেই পদে এবার নিয়োগ করা হয়েছে চন্দ্রচূড়কে। এর পাশাপাশি ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটিতে ডিস্টিংগুইশ্‌ড প্রফেসর হিসেবেও নিযুক্ত হয়েছেন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি।

নিউইয়র্ক এয়ারপোর্টে ভারতীয় পড়ুয়াকে হাতকড়া পরিয়ে বিতাড়ন

প্রতিবেদন: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক বিমানবন্দরে এক ভারতীয় ছাত্রকে হাতকড়া পরিয়ে মাটিতে শুইয়ে অমানবিক কায়দায় বিতাড়িত করার মর্মান্তিক ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। এই ঘটনা নতুন করে ট্রাম্প প্রশাসনের মনোভাব নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল।

ভারতীয়-মার্কিন উদ্যোগপতি কুণাল জৈন নিউইয়র্কে ভারতীয় ছাত্রর বিতাড়নের পদ্ধতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি জানান, ঘটনার সময় ওই তরুণ ছাত্রটি কাঁদছিল এবং কর্তৃপক্ষ তার সঙ্গে 'অপরাধীর' মতো কুৎসিত ব্যবহার করেছে। বিষয়টি নিয়ে বিশিষ্ট উদ্যোগপতি কুণাল জৈন ভারতীয় দূতাবাসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানিয়েছেন, যাতে তারা এই ঘটনার সঠিক তদন্ত করে এবং ছাত্রটিকে সাহায্য করে। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, গত রাতে নিউইয়র্ক বিমানবন্দর থেকে একজন তরুণ ভারতীয় ছাত্রকে বিতাড়িত হতে দেখলাম। হাতকড়া পরানো, কাঁদতে থাকা পড়ুয়া। তাঁর সঙ্গে একজন অপরাধীর মতো আচরণ করা হয়েছে। হেলথবটস এআই-এর প্রেসিডেন্ট কুণাল জৈন আরও যোগ করেছেন, সে উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন তাড়া করে এসেছিল, এদেশের ক্ষতি করতে নয়। একজন অনাবাসী ভারতীয় হিসেবে আমি অসহায় এবং ভগ্নহৃদয় বোধ করছি। এটি একটি মানবিক ট্র্যাজেডি। তাঁর শেয়ার করা ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, ভারতীয় ছাত্রকে কর্তৃপক্ষ মাটিতে শুইয়ে রেখেছে। একটি ছবিতে এক পুলিশ অফিসারের টুপি দেখা যাচ্ছে, যেখানে লেখা আছে 'পোর্ট অথরিটি পুলিশ'। পোর্ট অথরিটি পুলিশ ডিপার্টমেন্ট হল নিউইয়র্ক এবং নিউজার্সির একটি ট্রানজিট আইন প্রয়োগকারী সংস্থা। এটি পোর্ট অথরিটির গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো যেমন বিমানবন্দর, সেতু, টানেল, বাস টার্মিনাল, সমুদ্রবন্দর, রেল ট্রানজিট এবং ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার কমপ্লেক্স রক্ষা করার দায়িত্বে নিয়োজিত। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম ট্রানজিট-সম্পর্কিত পুলিশ বাহিনী। জানা গিয়েছে, গত কয়েক সপ্তাহে বেশ কয়েকটি অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে যেখানে ভারতীয়দের বিতাড়িত করা হয়েছে। অভিবাসন কর্তৃপক্ষের কাছে ভ্রমণের উদ্দেশ্য সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে না পারলেই চরম হেনস্থা হচ্ছে আমেরিকায়। অপরাধীর মতো ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রতিদিনই ৩-৪টি এমন ঘটনা ঘটছে মার্কিন মুলুকে।

ভিডিও ভাইরাল নিন্দার ঝড়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পৃথিবী থেকে ২৪০ আলোকবর্ষ দূরের এক দানব-গ্রহ মহাজাগতিক অসঙ্গতির নজির তৈরি করে নিজের আয়তনের তুলনায় আনুপাতিক হিসেবে ক্ষুদ্র এক নক্ষত্রের কক্ষপথে নিরন্তর ঘুরে চলেছে। আকারে তা সৌরজগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহ শনির সমান

প্লাস্টিকের ফাঁদে পৃথিবী

প্লাস্টিকের নীরব আক্রমণে বিষিয়ে উঠছে প্রকৃতি, ডুবছে জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ। আমাদের উদ্ভাবনী চিন্তা আর টেকসই উদ্যোগেই একমাত্র গড়ে উঠতে পারে প্লাস্টিকমুক্ত আগামী। সচেতনতা, গবেষণা আর পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে রচিত কয়েকটি নতুন বিপ্লবের ছক কষলেন **তুহিন সাজ্জাদ সেখ**

প্রতিদিনের জীবন যেন প্লাস্টিকের জালে বন্দি— খাবার থেকে বাসন, বাজার থেকে স্বপ্ন— সবই তার ছোঁয়ায় ছাপা। সহজতার মোহে প্লাস্টিক হয়ে উঠেছে নিত্যসঙ্গী যার সঙ্গে ধ্বংসের নিঃশব্দ ফাঁদ। বিগত দশকে প্রতি বছর ৪০০ মিলিয়ন টন হারে প্লাস্টিকের ব্যবহার বেড়েছে। বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা, এই হার আগামী ২০৪০ সাল নাগাদ দ্বিগুণ হয়ে যাবে। ২০২২ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের পরিবেশ-সংক্রান্ত একটি অধিবেশনে বৈশ্বিক প্লাস্টিক দূষণ রোধের জন্য সদস্য দেশগুলোর মধ্যে এ-বিষয়ে একটি আইনি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, সময়সীমা ২০২৪-এর মধ্যে।

প্রতি বছর জুনে বিশ্ব পরিবেশ দিবস এবং বিশ্ব পরিবেশ সচেতনতা মাস পালিত হয়। ২০২৫ সালের এর প্রতিপাদ্য হল ‘বৈশ্বিক প্লাস্টিক দূষণ রোধ’ যা বিশ্বব্যাপী প্লাস্টিক বর্জ্যের ক্রমবর্ধমান সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হোস্ট কান্ট্রি রিপাবলিক অব কোরিয়া। প্লাস্টিক দূষণ পরিবেশ, জীববৈচিত্র এবং মানবস্বাস্থ্যের জন্য একটি বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সমস্যা মোকাবিলায় কিছু পদক্ষেপের প্রয়োজন। এই নিবন্ধে তেমন কিছু উপায় যা প্লাস্টিক দূষণ কমাতে সহায়ক হবে।

প্লাস্টিক বর্জন পুনর্ব্যবহার চ্যালেঞ্জ

প্লাস্টিক বর্জ্যকে পুনর্ব্যবহারের মাধ্যমে সৃজনশীল উপায়ে ব্যবহার করা যায় এমন একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে, যা কিনা ‘প্লাস্টিক বর্জন পুনর্ব্যবহার চ্যালেঞ্জ’ বা ‘আপসাইকেল ফেস্ট’ নামে পরিচিত হতে পারে। এতে স্থানীয় সম্প্রদায়, শিক্ষার্থী এবং শিল্পীরা ব্যবহৃত প্লাস্টিক বোতল, ব্যাগ বা প্যাকেজিং থেকে দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিস যেমন ফুলদানি, ব্যাগ বা শিল্পকর্ম তৈরি করবে। এই প্রতিযোগিতা শুধু সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করবে না, বরং প্লাস্টিক বর্জ্যের পুনর্ব্যবহার সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করবে।

প্লাস্টিক-মুক্ত দিন প্রচারণা

একটি নির্দিষ্ট দিনকে ‘প্লাস্টিক-মুক্ত দিন’ হিসেবে ঘোষণা করে সম্প্রদায়, স্কুল বা কর্মক্ষেত্রে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা যেতে পারে। এই দিনে অংশগ্রহণকারীদের প্লাস্টিকের বোতল, ব্যাগ বা প্যাকেজিংয়ের পরিবর্তে কাঁচ, কাপড় বা বাঁশের তৈরি বিকল্প ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা হবে। সোশ্যাল মিডিয়ায় #PlasticFreeDay হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করে অংশগ্রহণকারীরা তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে পারে, যা অন্যদেরও এই অভ্যাস গ্রহণে উৎসাহিত করবে।

অ্যাপ-ভিত্তিক প্লাস্টিক ট্র্যাকার

প্রযুক্তির ব্যবহার প্লাস্টিক দূষণ কমাতে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হতে পারে। একটি মোবাইল অ্যাপ তৈরি বা ডিজিটাল প্রচার করা যেতে পারে, যা ব্যবহারকারীদের তাদের দৈনন্দিন প্লাস্টিক ব্যবহার ট্র্যাক করতে সাহায্য করবে। এই অ্যাপে ব্যবহারকারীরা তাদের প্লাস্টিক ব্যবহারের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করতে পারবে এবং কীভাবে তা কমানো যায়, সে-সম্পর্কে পরামর্শ পাবে। অ্যাপে স্থানীয় পুনর্ব্যবহার কেন্দ্রের তথ্য, টেকসই পণ্য বিক্রির দোকানের ঠিকানা এবং প্লাস্টিক-মুক্ত জীবনধারার টিপস যুক্ত করা যেতে পারে। যা তরুণ প্রজন্মকে পরিবেশবান্ধব অভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

প্লাস্টিক সংগ্রহ ও পুরস্কার প্রোগ্রাম

প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহকে উৎসাহিত করতে স্থানীয় ব্যবসা বা সংগঠনের সঙ্গে মিলে একটি পুরস্কার প্রোগ্রাম চালু করা যেতে পারে। এই প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারীরা ব্যবহৃত প্লাস্টিক সংগ্রহ কেন্দ্রে জমা দিয়ে পয়েন্ট অর্জন করবে। এই পয়েন্ট দিয়ে তারা টেকসই পণ্য যেমন বাঁশের তৈরি স্ট্র, কাপড়ের ব্যাগ বা পুনর্ব্যবহারযোগ্য পণ্য কিনতে পারবে। এই উদ্যোগ প্লাস্টিক সংগ্রহ ও পুনর্ব্যবহারের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়াবে এবং স্থানীয় পর্যায়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করবে।

শিক্ষামূলক প্লাস্টিক ডিকম্পোজিশন প্রদর্শনী

প্লাস্টিক দূষণের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে স্কুল, কলেজ বা পাবলিক প্লেসে একটি শিক্ষামূলক প্রদর্শনী আয়োজন করা যেতে পারে। এই প্রদর্শনীতে বিভিন্ন ধরনের প্লাস্টিকের (প্লাস্টিক ব্যাগ, বোতল বা স্ট্র) পচনশীলতার সময় ভিজ্যুয়াল ডিসপ্লে বা ইন্টার-অ্যাকটিভ মডেলের মাধ্যমে দেখানো হবে। উদাহরণস্বরূপ, একটি প্লাস্টিক ব্যাগ পচতে ২০ থেকে ১০০০ বছর পর্যন্ত সময় নিতে পারে, যা দর্শকদের এই সমস্যার গুরুত্ব বুঝতে সাহায্য করবে।

প্লাস্টিক-মুক্ত বাজার মেলা

স্থানীয়ভাবে একটি ‘প্লাস্টিক-মুক্ত বাজার মেলা’র আয়োজন করা যেতে পারে, যেখানে শুধুমাত্র প্লাস্টিক-মুক্ত পণ্য যেমন বাঁশের টুথব্রাশ, কাপড়ের ব্যাগ বা ধাতব স্ট্র বিক্রি হবে। এই মেলায় স্থানীয় উদ্যোক্তারা তাঁদের টেকসই পণ্য প্রদর্শন করতে পারবেন। এছাড়া, মেলায় কর্মশালার আয়োজন করা যেতে পারে, যেখানে দর্শকরা শিখবে কীভাবে প্লাস্টিকের বিকল্প তৈরি করা যায়। এই ধরনের মেলা স্থানীয় অর্থনীতিকেও উৎসাহিত করবে।

প্লাস্টিক সোয়াপ ইভেন্ট

একটি ‘প্লাস্টিক সোয়াপ’ ইভেন্ট আয়োজন করা যেতে পারে, যেখানে মানুষ তাদের একক-ব্যবহারের প্লাস্টিক পণ্য (প্লাস্টিকের বোতল, কাটলারি) নিয়ে এসে সেগুলো টেকসই বিকল্পের (ধাতব স্ট্র, কাপড়ের ব্যাগ) সঙ্গে বিনিময় করতে পারবে। এই ইভেন্ট প্লাস্টিক ব্যবহার কমাতে এবং টেকসই জীবনধারা গ্রহণে মানুষকে উৎসাহিত করবে। স্থানীয় ব্যবসা বা এনজিও এই ধরনের ইভেন্টে অংশ নিয়ে তাদের টেকসই পণ্য প্রচার করতে পারে।

প্লাস্টিক দূষণ ম্যাপিং প্রকল্প

স্থানীয় সম্প্রদায় বা স্বেচ্ছাসেবীদের নিয়ে একটি ‘প্লাস্টিক দূষণ ম্যাপিং’ প্রকল্প চালু করা যেতে পারে। এই প্রকল্পে অংশগ্রহণকারীরা তাদের এলাকায় প্লাস্টিক বর্জ্যের উৎস চিহ্নিত করবে এবং ম্যাপে তা লিপিবদ্ধ করবে। এই তথ্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়া যেতে পারে, যাতে তারা প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারে। এই প্রকল্পে স্মার্টফোন অ্যাপ বা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করা যেতে পারে, যা তরুণদের এই কাজে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করবে।

জুন মাস আমাদের জন্য প্লাস্টিক দূষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ। উপরে উল্লিখিত ধারণাগুলো প্রতিটি স্থানীয় ও বৈশ্বিক পর্যায়ে প্লাস্টিক দূষণ কমাতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। এই উদ্যোগগুলো শুধু সচেতনতা বাড়াবে না, বরং মানুষকে টেকসই জীবনধারা গ্রহণে উৎসাহিত করবে। আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা একটি প্লাস্টিক-মুক্ত, পরিচ্ছন্ন, এবং সবুজ পৃথিবী গড়ে তুলতে পারি।

নেশনস লিগ ফাইনাল চলাকালীন গ্যালারি থেকে নিচে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হল এক দর্শকের

চল্লিশেও ম্যাজিক, রোনাল্ডোর হাতে নেশনস লিগ

স্পেনকে টাইব্রেকারে হারাল পর্তুগাল

তাঁর হাতেই ট্রফি। চল্লিশের মহানায়ক ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। পাশে সতীর্থরা। মিউনিখে নেশনস লিগ জয়ের পর।

মিউনিখ, ৯ মে : চল্লিশেও তিনি গোল করেন। ট্রফি জেতেন। আর জিতে শিশুর মতো কাঁদেন।

তিনি ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। কেরিয়ারের ১৩৮তম আন্তর্জাতিক গোল করে যিনি পর্তুগালকে সমতায় ফিরিয়েছিলেন ম্যাচের ৬১ মিনিটে। পর্তুগাল-স্পেন ফাইনাল ২-২ হয়ে যাওয়ার পর টাইব্রেকারে নিষ্পত্তি হল নেশনস লিগের। পর্তুগাল টাইব্রেকারে জিতেছে ৫-৩ গোলে। তারাই প্রথম দল যারা এই টুর্নামেন্ট দু-বার জিতেছে।

আগাগোড়া হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচ হয়েছে রবিবার। বায়ার্ন মিউনিখের আলিয়াঞ্জ এরিনায় পর্তুগাল বা স্পেন কেউ কাউকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়েনি। কিন্তু ৮৬তম আন্তর্জাতিক ম্যাচে নেমে আলভারো মোরাতা টাইব্রেকারে ব্যর্থ হতেই পর্তুগালের সামনে জয়ের রাস্তা খুলে যায়। রুবেন নেভেস গোল করতে কোনও ভুল করেননি। পর্তুগাল তাদের পাঁচটি শটেই গোল করেছে। ম্যাচের মীমাংসা হয়ে যাওয়ায় স্পেনের শেষ শটের আর দরকার পড়েনি।

২১ মিনিটে মার্টিন জুবিমেন্দি গোল করে স্পেনকে এগিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু লিড উপভোগ করার আগেই সেই গোল শোধ করে দেন নুনো মেন্ডিস। তবে বিরতিতে যাওয়ার আগে স্পেনকে আবার এগিয়ে দিয়েছিলেন মাইকেল ওয়ারজাবাল। পেদ্রির পাস থেকে গোল করে যান তিনি। কিন্তু বিরতির পর কাছ থেকে নেওয়া জোরালো ভলিতে ২-২ করে দেন পাঁচবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী কিংবদন্তি তারকা।

ফ্রান্সকে ৫-৪ গোলে হারিয়ে ফাইনালে উঠে এসেছিল স্পেন। ২০২৩-এর মার্চের পর থেকে এ-যাবৎ অপরাজিত থাকা দলকে প্রথম পরাজয়ের স্বাদ পেতে হল মিউনিখে। অথচ, গতবারের ইউরো জয়ী স্পেনকেই রবিবারের ফাইনালে ফেবারিট বলা হচ্ছিল। তবে ম্যাচের অন্যতম আকর্ষণ ছিল চল্লিশের রোনাল্ডো বনাম টিনএজার লামিল ইয়ামালের দ্বন্দ্ব। কিন্তু দেখা গেল পড়ন্ত বেলার রোনাল্ডো কিন্তু টেক্কা দিয়ে গেলেন হাঁটুর বয়সি ইয়ামালকে।

রোনাল্ডো অবশ্য ৮৮ মিনিটে চোট পেয়ে উঠে যান। কিন্তু মাঠের বাইরে থেকেও একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন ম্যাচের সঙ্গে। টাইব্রেকারে ব্রুনোরা যখন শট নিচ্ছিলেন, টেনশনে তিনি মুখ ঢেকে ফেলছিলেন সতীর্থের ঘাড়ে মাথা রেখে। জয়ের পর হাঁটু গেড়ে বসে মাথা ঠেকান মাটিতে। তারপর শিশুর মতো আনন্দে লাফাতে থাকেন সতীর্থদের সঙ্গে। অনেকদিন পর জাতীয় দলের সঙ্গে এমন নির্মল আনন্দে মিশে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন রোনাল্ডো।

ফিফা ট্রান্সফার উইন্ডোতে শেষমেশ রোনাল্ডো কী করবেন সেটা নিয়ে জল্পনা ছিল। তিনি আগেই বলেছেন ক্লাব ওয়ার্ল্ড কাপ নিয়ে তাঁর কোনও আগ্রহ নেই। বরং দু-তিন বছরের চুক্তি চান। পাখির চোখ ২০২৬ বিশ্বকাপেও। নেশনস লিগ জয়ের পর রোনাল্ডো স্পষ্ট জানালেন, ক্লাব বদলের প্রশ্ন নেই। তিনি থাকছেন সৌদি লিগেই। আরও পরিষ্কার করে বললেন হলুদ জার্সিতেই। আর এই জার্সি আল নাসেরের।

ক্লাব নয়, দেশকে দেওয়া ট্রফিই সেরা

ট্রফি জিতে রোনাল্ডো

মিউনিখ, ৯ জুন : ক্লাবের থেকে দেশ তাঁর কাছে আগে, এটা অতীতে একাধিকবার বলেছেন। এবার নেশনস লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, পর্তুগালের হয়ে জেতা ট্রফি, ক্লাবের জার্সিতে জেতা ট্রফির থেকে অনেক বেশি মূল্যবান। একই সঙ্গে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়েও মুখ খুলেছেন। জানিয়েছেন, তিনি আগামী মরশুমেও আল নাসেরেই থাকছেন।

২৩ বছরের ক্লাব কেরিয়ারের ৩২টি ট্রফি জিতেছেন রোনাল্ডো। আর দেশের হয়ে জিতেছেন তিনটি। এর মধ্যে রয়েছে, ২০১৬ সালের ইউরো কাপ এবং দুটো নেশনস লিগ। ফাইনালে স্পেনের বিরুদ্ধে জয়ের পর, আবেগে ভেসে গিয়ে রোনাল্ডো বলেছেন, ''পর্তুগালের জার্সিতে ট্রফি জয়, বরাবরই আমার কাছে স্পেশাল। বিভিন্ন ক্লাবের হয়ে অনেক ট্রফি জিতেছি। কিন্তু দেশের হয়ে খেলে সাফল্য পাওয়ার থেকে বড় কিছুই হতে পারে না। এই যে চোখে জল আসা, পর্তুগালের প্রতি কর্তব্য পালন করা, এসবে অনেক বেশি আনন্দ।''

সিআর সেভেন আরও বলেছেন, ''পর্তুগাল নিয়ে কথা বলতে গেলেই বিশেষ অনুভূতি হয়। এই প্রজন্মের অধিনায়ক হওয়ার আমার কাছে গর্বের বিষয়। জাতীয় দলের হয়ে খেতাব জয়ই আমার কাছে সর্বোচ্চ সাফল্য।'' তাঁর সংযোজন, ''এই মুহূর্তে নিজের অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। কী যে আনন্দ হচ্ছে। পরিবারের কথা ভেবেও মন খুশিতে ভরে উঠছে। এই পর্তুগাল যে ট্রফি জেতার যোগ্য, সেটা প্রমাণ হল।'' নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে রোনাল্ডোর বক্তব্য, ''আমার ভবিষ্যৎ বদলাচ্ছে না। আমি আল নাসেরেই থাকব।''

লেয়নডস্কির তোপ

জাতীয় দলে আর খেলব না

ওয়ারশ, ৯ জুন : বোমা ফাটালেন রবার্ট লেয়নডস্কি। ৩৬ বছর বয়সি তারকা স্ট্রাইকার সাফ জানিয়েছেন, যতদিন মিচাল প্রোবিয়েৎ জাতীয় দলের কোচ থাকবেন, তিনি পোল্যান্ডের হয়ে খেলবেন না! জাতীয় দলের জার্সিতে ১৫৮ ম্যাচে ৮৫ গোল রয়েছে লেয়নডস্কির। গত শুক্রবার মলডোভার বিরুদ্ধে ফিফা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন লেভা। মনে করা হয়েছিল, মঙ্গলবার রাতে ফিনল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের ম্যাচে মাঠে নামবেন লেয়নডস্কি। কিন্তু জাতীয় শিবিরেই যোগ দেননি অভিজ্ঞ স্ট্রাইকার! উল্টে সোশ্যাল মিডিয়াতে সরাসরি কোচের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে লিখেছেন, ''জাতীয় দলের কোচের প্রতি সম্পূর্ণভাবে আস্থা হারিয়েছি। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যতদিন উনি কোচ থাকবেন, আমি পোল্যান্ড জাতীয় দলের হয়ে খেলব না। আশা করি, একদিন আবারও বিশ্বের সেরা সমর্থকদের সামনে খেলতে পারব।''

ফুরফুরে মেজাজে মেসিরা, চাপে আনচেলোত্তির ব্রাজিল

প্রস্তুতি মেসির। (ডানদিকে) আনচেলোত্তির ভরসা রাফিনহা।

বুয়েনোস আইরেস ও সাও পাওলো, ৯ জুন : বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে বুধবার ভোরে ফের মাঠে নামছে আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল। গতবারের চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা খেলবে কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে। পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলের প্রতিপক্ষ প্যারাগুয়ে।

লাতিন আমেরিকার দুই ফুটবল শক্তি অবশ্য দাঁড়িয়ে রয়েছে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে। ১৫ ম্যাচে ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের শীর্ষে থাকা আর্জেন্টিনা আগেই ২০২৬ বিশ্বকাপের মূলপর্ব নিশ্চিত করে ফেলেছে। ফলে লিওনেল মেসিদের কাছে বুধবারের ম্যাচটা নেহাতই নিয়মরক্ষার। অন্যদিকে, ১৫ ম্যাচে ২২ পয়েন্ট পাওয়া ব্রাজিল রয়েছে গ্রুপের চার নম্বরে।

আগের ম্যাচেই দুর্বল ইকুয়েডরের বিরুদ্ধে ড্র করেছে ব্রাজিল। যা ছিল ব্রাজিলের কোচ হিসাবে কার্লো আনচেলোত্তির অভিষেক ম্যাচ। এবার ঘরের মাঠে প্যারাগুয়েকে হারাতে না পারলে, বিশ্বকাপের মূলপর্বে ওঠার চাপটা আরও বাড়বে। এই পরিস্থিতিতে আনচেলোত্তি তাকিয়ে রয়েছেন রাফিনহার দিকে। রাফিনহা ইকুয়েডর ম্যাচ কার্ড সমস্যার জন্য খেলতে পারেননি। তাঁর অনুপস্থিতিতে ফ্যাকাসে দেখিয়েছিল ব্রাজিলীয়দের আক্রমণভাগকে।

আনচেলোত্তি বলছেন, ''আক্রমণে আমাদের আরও উন্নতি করতে হবে। রাফিনহা ফিরছে। আমি নিশ্চিত, প্যারাগুয়ের বিরুদ্ধে আমাদের আক্রমণভাগকে আরও তীক্ষ্ণ দেখাবে।'' আনচেলোত্তি আরও যোগ করেছেন, ''প্যারাগুয়ে কঠিন প্রতিপক্ষ। তাই শুরুতেই মাঝমাঠের দখল নিতে হবে। পাশাপাশি আরও দ্রুতগতিতে আক্রমণ শানাতে হবে।''

এদিকে, চিলির বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে মেসিকে শুরু থেকে খেলাননি কোচ লিওনেল স্কালোনি। তবুও ম্যাচটা সহজেই জিতেছিল আর্জেন্টিনা। দ্বিতীয়ার্ধে মাঠে নেমে বেশ ভাল খেলেছিলেন মেসিও।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

10 June, 2025 • Tuesday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
১০ জুন ২০২৫
মঙ্গলবার

সাই সুদর্শন পরের বিরাট কোহলি হতে পারে। সিরিজ শুরুর আগে ঘোষণা মন্টি পানেসরের

ইডেনে টেস্ট ১৪ নভেম্বর থেকে

ওয়েস্ট ইন্ডিজ নয়, খেলবে দক্ষিণ আফ্রিকা

প্রতিবেদন : আইপিএল প্লে অফ ও ফাইনালের পর আবার ইডেন থেকে ম্যাচ সরাল বিসিসিআই। তবে এবার যা হল সেটা ম্যাচের বদলে ম্যাচ, অর্থাৎ ইডেনে নির্ধিরিত একটি টেস্ট ম্যাচের বদলে অন্য টেস্ট ম্যাচ দেওয়া হয়েছে। আইপিএলের সময় ইডেন থেকে ম্যাচ সরলেও তখন বিকল্প ম্যাচ আসেনি। একটু খোলসা করা যাক। ইডেনে ১০ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়ার কথা ছিল ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ। কিন্তু বিসিসিআই ওয়েস্ট ইন্ডিজ, দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের সূচি কিছুটা বদল করেছে। তাতে ইডেনে যে টেস্ট ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল, সেটি একই দিনে শুরু হবে দিল্লিতে। আর ১৪ নভেম্বর থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে প্রথম টেস্ট হওয়ার কথা ছিল দিল্লিতে। সেটি চলে এসেছে কলকাতায়। এর ফলে ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে এমন, ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে দুটি টেস্ট হবে আমেদাবাদ ও দিল্লিতে। প্রথম টেস্ট শুরু হবে ২ অক্টোবর। দ্বিতীয় টেস্ট ১০ অক্টোবর। দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে দুটি টেস্ট হবে কলকাতা ও গুয়াহাটিতে। ইডেনে প্রথম টেস্ট হবে ১৪ নভেম্বর থেকে। দ্বিতীয় টেস্ট হবে গুয়াহাটিতে ২২ নভেম্বর থেকে। টেস্টের পর দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে তিনটি একদিনের ম্যাচ হবে রাঁচি (৩০ নভেম্বর), রায়পুর (৩ ডিসেম্বর) ও বিশাখাপত্তনমে (৬ ডিসেম্বর)। এরপর পাঁচটি টি ২০ ম্যাচ হবে কটক (৯ ডিসেম্বর), নিউ চণ্ডীগড় (১১ ডিসেম্বর), ধরমশালা (১৪ ডিসেম্বর), লখনউ (১৭ ডিসেম্বর) ও আমেদাবাদে (১৯ ডিসেম্বর)।

অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে মেয়েদের দুটি একদিনের ম্যাচ ছিল চেন্নাইয়ে। কিন্তু ১৪ ও ১৭ ডিসেম্বরের সেই দুটি ম্যাচ সরিয়ে দেওয়া হয়েছে নিউ চণ্ডীগড়ে। ২০ সেপ্টেম্বর তৃতীয় ম্যাচ হবে নয়াদিল্লিতে। এছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে এ দলের ম্যাচ বেঙ্গালুরুর থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে রাজকোটে।

সচিব হয়েই মোহনবাগানে ফিরলেন সৃঞ্জয়

সভাপতি হতে চলেছেন দেবাশিস দত্ত

প্রতিবেদন : মোহনবাগান ক্লাবের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গত কয়েকটা সপ্তাহ ধরে যে উত্তাপের পারদ চড়ছিল, তাতে ইতি পড়ল সোমবার। দু'পক্ষের একে অন্যের বিরুদ্ধে ক্রমাগত তরজায় ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কারণ শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাবে এমন কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি কাম্য নয়। আর মুখ্যমন্ত্রীর এই মনোভাব জানার পরেই দু'পক্ষ নিজেদের মধ্যে আলোচনায় বসে একজোট হয়ে চলার সিদ্ধান্ত নেয়।

এদিন বিকেল পৌনে পাঁচটা নাগাদ সচিব পদে মনোনয়নপত্র জমা দেন সৃঞ্জয় বসু। তার আগেই অবশ্য ক্লাবে চলে এসেছিলেন বিদায়ী সচিব দেবাশিস দত্ত। তবে তিনি মনোনয়নপত্র জমা দেননি। সোমবারই ছিল মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন। ফলে সৃঞ্জয়ের সচিব হওয়া কার্যত নিশ্চিত। সূত্রের খবর, সভাপতি হতে চলেছেন দেবাশিস। মোহনবাগান ক্লাবে সভাপতি পদে নির্বাচিত হওয়ার রীতি নেই। তাই দেবাশিস কোনও মনোনয়নপত্র জমা দেননি। সৃঞ্জয় সচিব পদে নির্বাচিত হওয়ার পর, তাঁর নেতৃত্বে যে কার্যকরী কমিটি তৈরি হবে, সেই কমিটিই ক্লাবের নতুন সভাপতি হিসাবে দেবাশিসকে বেছে নেবে। যদিও এই বিষয়ে এদিন দেবাশিস বা সৃঞ্জয় কেউই স্পষ্ট করে কিছু জানাননি। সহ-সভাপতিদেরও এই কমিটি বেছে নেবে।

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর, ক্লাবেই দেবাশিসের সঙ্গে যৌথভাবে সাংবাদিক সম্মেলন করেন সৃঞ্জয়। সেখানে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়, মোহনবাগান ক্লাবের উন্নতির স্বার্থেই দু'পক্ষ একজোট হয়েছে। যে কমিটি তৈরি হবে, তা মোহনবাগানের সেরা একাদশ হিসাবেই কাজ করবে। সৃঞ্জয় বলেন, ''সমর্থকদের সঙ্গে জনসংযোগই আসল কথা। দু'পক্ষই সদস্য-সমর্থকদের কাছে গিয়েছিল। তাঁদের কথা শোনা হয়েছে। আমরা মোহনবাগানের সেরা একাদশ হয়ে সমর্থকদের চাহিদা পূরণ করব। দুটো কমিটি অতীতেও একসঙ্গে কাজ করেছে। এটা আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জ। আমাদের সবার লক্ষ্য মোহনবাগান ক্লাবের উন্নতি। তাই একত্রিত হয়েছি। আমাদের যে নতুন কমিটি হবে, তা শ্রেষ্ঠ মোহনবাগান একাদশ হবে।''

■ মোহনবাগানের নির্বাচনী বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রাক্তন বিচারপতি অসীম রায়ের হাতে সচিব পদে মনোনয়ন জমা দিচ্ছেন সৃঞ্জয় বোস। রয়েছেন দেবাশিস দত্ত, সৌমিক বোস, কুণাল ঘোষ, স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যরা।

অন্যদিকে, দেবাশিস বলেছেন, ''আজকের পর এই পক্ষ বা ওই পক্ষ বলে কিছু থাকল না। আমরা একটাই দল, মোহনবাগান। সবাই মিলে একসঙ্গে কাজ করব। সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরেই যৌথভাবে সাংবাদিক সম্মেলন করছি। সৃঞ্জয় আমার অত্যন্ত ভাল বন্ধু। একসঙ্গে বহুকাল কাজ করেছি। আমরা দু'জনেই মোহনবাগানের স্বার্থের কথা ভেবেছি।'' এদিকে, সোমবার মোট ২২টি পদের জন্য মনোনয়নপত্র জমা করেন সদস্যরা। জমা পড়া সবক'টি মনোনয়নপত্র খতিয়ে দেখা হবে ১০ এবং ১১ জুন। কোনও প্রার্থী যদি মনোনয়ন প্রত্যাহার করতে চান, তাহলে সেটা করতে হবে ১২ ও ১৩ জুন।

হংকংয়ের বিরুদ্ধে আজ মরণ-বাঁচন ম্যাচ ভারতের

কউলুন, ৯ জুন : মঙ্গলবার হংকংয়ের বিরুদ্ধে এএফসি এশিয়ান কাপের বাছাই পর্বের ম্যাচটা সুনীল ছেত্রীদের কাছে কার্যত ডু অর ডাই। গ্রুপের প্রথম ম্যাচে ঘরের মাঠে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ড্র করে চাপে ভারত। মূলপর্বে ওঠার আশা জিইয়ে রাখার জন্য হংকংকে হারাতেই হবে।

সুনীলদের পথে আবার কাঁটা বিছিয়ে দিতে তৈরি অ্যাশলে ওয়েস্টউড। ব্রিটিশ কোচ দীর্ঘদিন ভারতীয় ক্লাব ফুটবলে কোচিং করানোর সুবাদে নিজের হাতের তালুর মতোই চেনেন ভারতীয় ফুটবলকে। তার উপরে হংকং দলে রয়েছেন একঝাঁক বিদেশি ফুটবলার। এই ব্রাজিলীয়, স্প্যানিশ, জাপানি ও ফরাসি ফুটবলাররা দীর্ঘদিন সেখানকার ক্লাব ফুটবলে খেলার সুবাদে হংকংয়ের নাগরিকত্ব পেয়ে গিয়েছেন।

মানোলো মার্কুয়েজের কোচিংয়ে চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত তিনটে ম্যাচ খেলে মাত্র একটিতে জিতেছে ভারত। ড্র এবং হার একটি করে। মানোলো অবশ্য সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে এসে আত্মবিশ্বাসের সুরে জানিয়ে দিলেন, ''এবার আমাদের প্রস্তুতি আগের থেকে ভাল হয়েছে। আগের ম্যাচগুলোয় সেভাবে প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগই পাইনি। আমার ফুটবলাররা মাঠে নেমে সেরাটাই দেবে।'' হংকং ম্যাচের প্রস্তুতি হিসাবে থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে ফিফা ফ্রেন্ডলি ম্যাচে ০-২ গোলে হেরেছিলেন সুনীলরা। মানোলো যদিও ওই হারকে বেশি গুরুত্ব দিতে নারাজ। তিনি বলছেন, ''ফিফা ফ্রেন্ডলি ম্যাচের রেজাল্টকে কোচেরা খুব বেশি গুরুত্ব দেন না। থাইল্যান্ড ম্যাচে সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে, সেদিন রেজাল্ট অন্যরকম হত।'' ওয়েস্টউডের মুখে আবার ভারতীয় ফুটবলের প্রশংসা। তিনি বলে গেলেন, ''২০১৩ সালে আমি ভারতে গিয়েছিলাম। সেই সময় থেকে ভারতীয় ফুটবল এখন অনেক এগিয়েছে। আমি ভারতের কোচকে চিনি। আমি নিয়মিত আইএসএল দেখি। মানোলো এফসি গোয়ার কোচ হিসাবে খুব ভাল কাজ করেছেন। তবে আমাদের কাছেও কালকের ম্যাচটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা জেতার জন্যই ঝাঁপাব।''

হংকং ম্যাচের মহড়া লিস্টন ও মনবীরের।

নাদালের সঙ্গে একই সারিতে

এটাই নিয়তি, বলছেন অভিভূত আলকারেজ

প্যারিস, ৯ জুন : অবিশ্বাস্য! পঞ্চম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের নিরিখে একই বিন্দুতে রাফায়েল নাদাল ও কার্লোস আলকারেজ। রবিবার রাতে জানিক সিনারকে হারিয়ে ফ্রেঞ্চ ওপেন চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন আলকারেজ। ২২ বছর ১ মাস ৩ দিন বয়সে কেরিয়ারের পাঁচ নম্বর গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতলেন আলকারেজ। বিস্ময়করভাবে ২০০৮ সালে ২২ বছর ১ মাস ৩ দিন বয়সে ব্যক্তিগত পঞ্চম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছিলেন নাদালও!

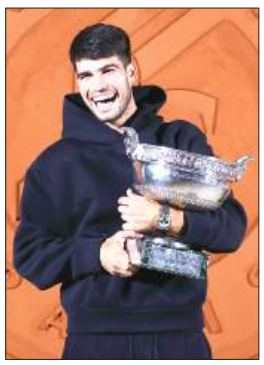

এই পরিসংখ্যান জানার পর অভিভূত আলকারেজও। তিনি বলছেন, ''বিশ্বাসই হচ্ছে না! এটাই নিয়তি। হওয়ারই ছিল।'' তিনি আরও বলেন, ''এই দিনটা চিরকাল স্মৃতিতে থেকে যাবে। আমার আদর্শ, আমার অনুপ্রেরণার সঙ্গে এই নজির ভাগ করে নেওয়া আমার কাছে বিরাট বড় সম্মান।'' রবিবার রাতে ফিলিপ শঁতিয়ে কোর্ট সাক্ষী থেকেছে আলকারেজের রূপকথার প্রত্যাবর্তনের। প্রথম দুটো সেট জেতার পর, তৃতীয় সেটে তিন-তিনটে চ্যাম্পিয়নশিপ পয়েন্ট ছিল সিনারের কাছে। ওই পরিস্থিতি থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে তৃতীয় সেট জিতে নেন আলকারেজ। এরপর পাঁচ সেটের ম্যারাথন লড়াইয়েও বাজিমাত করেন। আলকারেজের বক্তব্য, ''দর্শকদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ওঁদের সমর্থন ছাড়া ম্যাচে ফিরতে পারতাম না। ওই সময় পরিস্থিতি পুরোটাই সিনারের পক্ষে ছিল। আমি শুধু দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করে গিয়েছি। কীভাবে একটার পর একটা পয়েন্ট জিতেছি, জানি না। কারণ একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম।''

মাঠে ময়দানে
10 June, 2025 • Tuesday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আউট হয়ে মহিলা আম্পায়ারের উপর রেগে অগ্নিশর্মা রবিচন্দ্রন অশ্বিন। তামিলনাড়ু প্রিমিয়ার লিগের ঘটনা

চোট উড়িয়ে পন্থ, নেটে ছন্দে বুমরাও

ভারতীয় নেটে বুমরা। (ডানদিকে) সহ-অধিনায়ক ঋষভের সঙ্গে অধিনায়ক শুভমন।

লন্ডন, ৯ জুন : ঋষভ পন্থকে নিয়ে স্বস্তি ভারতীয় শিবিরে। রবিবার নেটে ব্যাট করার সময় আঙুলে চোট পেয়েছিলেন ভারতীয় সহ-অধিনায়ক। আঘাত লাগার পরেই যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যান পন্থ। হাত থেকে ব্যাটও পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসেন দলের চিকিৎসক। পন্থের চোট পরীক্ষার পর তাঁর আঙুলে আইসপ্যাক লাগানো হয়। বাকি সময়টা আর অনুশীলন করেননি। ফলে পন্থের প্রথম টেস্টে খেলা নিয়ে সংশয় দেখা গিয়েছিল।

সোমবার অবশ্য যাবতীয় শঙ্কা উড়িয়ে মাঠে এলেন পন্থ। বেশ কিছুটা সময় নেটে ব্যাটও করলেন। প্রথম থ্রো ডাউন দিয়ে শুরু করেন তিনি। এরপর যথাক্রমে স্পিনার ও পেসারদের বিরুদ্ধে ব্যাটিং প্র্যাকটিস করলেন। বেশ কিছু বড় শটও খেললেন। ওয়াশিংটন সুন্দরের বলে পন্থের মারা একটা বিশাল ছয় তো মাঠ টপকে স্টেডিয়ামের ছাদ ফুটো করে দিল! দেখে একবারও মনে হয়নি, তিনি গতকাল চোট পেয়েছিলেন।

দিনটা ছিল মেঘলা। হাওয়া বইছিল জোরে। রোদের দেখা মেলেনি সেভাবে। বেশ ঠান্ডাও পড়েছিল। তার মধ্যেই চুটিয়ে প্র্যাকটিস করলেন শুভমন গিলরা। তবে এদিনের অনুশীলনে সবার নজর কাড়লেন জসপ্রীত বুমরা। চোটের জন্য আসন্ন সিরিজের পাঁচ ম্যাচে পাওয়া যাবে না অভিজ্ঞ পেসারকে। আগেই জানিয়েছেন কোচ গৌতম গম্ভীর। সোমবার অবশ্য নেটে বল হাতে আক্ষরিক অর্থেই আগুন ঝরালেন বুমরা। শুভমন, সাই সুদর্শনদের মতো টপ অর্ডার ব্যাটারদের বারবার সমস্যায় ফেললেন। এখানেই শেষ নয়, সতীর্থ ব্যাটার বা বোলারদের কোনও ভুল চোখে পড়লেই, এগিয়ে গিয়ে তা নিয়ে আলোচনা করতে দেখা গেল বুমরাকে। তাঁর শরীরী ভাষা দেখে মনে হয়েছে, সিনিয়র সদস্য হিসাবে বাড়তি দায়িত্ব পালন করতে এক পায়ে খাড়া।

শুভমনের কাছে ইংল্যান্ড সিরিজ কঠিন পরীক্ষার মঞ্চ। রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলিদের অবসরের পর প্রথমবার কোনও টেস্ট সিরিজ খেলবে ভারত। পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য, সিরিজ শুরুর আগেই ইংল্যান্ড চলে এসেছেন শুভমনরা। ১৩ থেকে ১৬ জুন, নিজেদের মধ্যে একটা প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবেন ভারতীয়রা। এদিকে, ১১ জুন থেকে লর্ডসে শুরু হচ্ছে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল। মুখোমুখি অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা। তার আগে শনিবার ভারতীয় দলের জন্য লর্ডসে প্র্যাকটিস করতে পারেনি অস্ট্রেলিয়া। সোমবার এই খবর প্রকাশ্যে এসেছে। জানা গিয়েছে, শনিবার দুপুরে লর্ডসে শুভমনদের প্র্যাকটিস ছিল। তবে ভারতীয় দলের আগেই মাঠে পৌঁছে যায় অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু প্যাট কামিন্সদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি।

অস্ট্রেলীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি, প্র্যাকটিসের জন্য অন্য মাঠ খুঁজতে গিয়ে বাসে করে প্রায় ঘণ্টা তিনেক ধরে ঘুরতে হয় কামিন্সদের। এই ঘটনায় বিরক্ত হন অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটাররা। যদিও আয়োজকদের দাবি, শনিবার অস্ট্রেলিয়া দলের পক্ষ থেকে অনুশীলনের সময় আগে থেকে জানানো হয়নি। ফলে এই বিপত্তি ঘটে। পরে অবশ্য সেই সমস্যা মিটেছে। এদিকে, ইংল্যান্ড লায়ন্সের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বেসরকারি টেস্টে ভারত 'এ' দল এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৭ উইকেটে ৪১৭ রান করেছে। তনুশ কোটিয়ান ৯০ ও অংশুল কম্বোজ ৫১ রানে অপরাজিত।

আইসিসি হল অফ ফেম হলেন ধোনি

লন্ডন, ৯ জুন : ২০২৫-এর আইসিসি হল অফ ফেম-এ অন্তর্ভুক্ত হলেন দুটি বিশ্বকাপ জয়ী ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি। তাঁকে নিয়ে পাঁচজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা ক্রিকেটারকে এবার এই সম্মান দেওয়া হয়েছে। এর আগে ১১৫ জন ক্রিকেটার হল অফ ফেম পেয়েছেন। এবারের তালিকায় ধোনি ছাড়াও রয়েছেন ম্যাথু হেডেন, হাসিম আমলা, ড্যানিয়েল ভেত্তরি ও গ্রেম স্মিথ। দুই মহিলা ক্রিকেটারের মধ্যে আছেন সানা মির ও সারা টেলর। হল অফ ফেম-এ অন্তর্ভুক্ত হয়ে ধোনি এক বার্তায় বলেছেন, আইসিসি হল

অফ ফেম-এ আসতে পারা বিরাট সম্মান। সারা বিশ্বের বিভিন্ন যুগের ক্রিকেটারদের এভাবেই স্বীকৃতি দেয় আইসিসি। সর্বকালের সেরা ক্রিকেটারদের সঙ্গে নিজের নাম উচ্চারিত হলে সেটা দারুণ এক ঘটনা। এটা এমন এক সম্মান যা আমি চিরকাল উপভোগ করব। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন বহু আগে, কিন্তু ৪৩ বছরের ধোনি এখনও আইপিএল খেলেন। ভারতের অন্যতম সেরা অধিনায়ক তিনি। যিনি দুটি বিশ্বকাপ জিতেছেন। ক্রিকেট দুনিয়ায় ধোনি পরিচিত ক্যাপ্টেন কুল বলে। যাঁকে ভক্তরা আজও আগের মতোই ভালবাসেন।

ওয়ান ডে-তেও চাপ ক্যাপ্টেন রোহিতের

মুম্বই, ৯ জুন : টি-২০ এবং টেস্ট থেকে অবসর নিয়েছেন। রোহিত শর্মার একদিনের অধিনায়কত্বও প্রশ্নের মুখে! কোনও অঘটন না ঘটলে, একদিনের ক্রিকেটে নেতৃত্ব হারানোর পথে রোহিত। খবর বোর্ড সূত্রের।

বিসিসিআই কখনও তিন ফরম্যাটে তিন আলাদা অধিনায়ক নীতিতে বিশ্বাসী ছিল না। এই যুক্তি দেখিয়েই অতীতে বিরাট কোহলিকে একদিনের নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তার আগে টেস্ট এবং টি-২০ নেতৃত্ব ছেড়েছিলেন বিরাট। এবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখা যেতে পারে।

পঞ্চাশ ওভারের ফরম্যাটে পরের বিশ্বকাপ ২০২৭ সালে। হাতে রয়েছে দু'বছর সময়। এই দু'বছরে রোহিতের বয়স বেড়ে হবে চল্লিশ। তাছাড়া রোহিতের যা ফিটনেস, তাতে আরও দুটো বছর তিনি টানতে পারবেন কিনা, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে বোর্ড কর্তা ও নির্বাচকদের। আবার বিশ্বকাপের আগেই যদি অধিনায়ক বদলাতে হয়, তাহলে সমস্যা হবে দলের। তাই এখন থেকেই একদিনের ফরম্যাটে নতুন অধিনায়ক বেছে নেওয়ার পক্ষে বিসিসিআই। এক বোর্ড কর্তার বক্তব্য, ''সত্যি কথা বলতে কী, আমরা তো ভেবেই নিয়েছিলাম, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জেতার পরেই রোহিত একদিনের ক্রিকেট থেকে অবসর নেবে। যেমনটা টি-২০ বিশ্বকাপ জিতে নিয়েছিল।''

শুভমন গিলকে টেস্ট অধিনায়ক করা হয়েছে। টি-২০ ফরম্যাটে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন সূর্যকুমার যাদব। তবে সূর্য টেস্ট দলে সুযোগ পাননি। আর টেস্টের সহ-অধিনায়ক ঋষভ পন্থ সাদা বলের ফরম্যাটে অটোমেটিক চয়েস নন। ফলে শুভমনকেই একদিনের ক্রিকেটে নতুন অধিনায়ক করার পক্ষে নির্বাচক কমিটি ও বোর্ড। কারণ টি-২০ দলে সুযোগ না পেলেও, শুভমন টেস্ট এবং একদিনের দলের নিয়মিত সদস্য। তবে এখনই তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে চাইছে না বিসিসিআই। ইংল্যান্ডের মাটিতে টেস্ট অধিনায়ক হিসাবে শুভমন কেমন নেতৃত্ব দেন, আপাতত সেদিকেই নজর রাখা হচ্ছে।

ট্রাম্পকার্ড হয়তো কুলদীপ : হেডেন

নয়াদিল্লি, ৯ জুন : টেস্ট অভিষেক হয়েছিল ২০১৭ সালে। গত আট বছরে মাত্র ১৩টি টেস্ট ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছেন! অথচ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন টেস্ট সিরিজে সেই কুলদীপ যাদবকেই ভারতের ট্রাম্পকার্ড হিসাবে চিহ্নিত করছেন ম্যাথু হেডেন।

আগামী ২০ জুন থেকে হেডিংলি টেস্ট দিয়ে শুরু হচ্ছে ইংল্যান্ড-ভারত সিরিজ। হেডেন বলছেন, ''আমি এই সিরিজটা দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছি। দেখতে চাই ভারত কেমন পারফরম্যান্স করে। পাঁচ টেস্টের সিরিজ সব সময়ই কঠিন পরীক্ষা। ভারতীয়দের চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় দিতে হবে।'' প্রাক্তন অস্ট্রেলীয় ওপেনার আরও যোগ করেছেন, ''কুলদীপ যাদব কিন্তু সিরিজে পার্থক্য গড়ে দিতে পারে। ওর ক্ষমতা রয়েছে ২০ উইকেট নেওয়ার। আমাদের লিয়ন খুব ধারাবাহিক। অ্যাশেজে ওর অনুপস্থিতি কিন্তু পার্থক্য গড়ে দিয়েছিল।''

যাঁকে নিয়ে হেডেনের আশা, সেই কুলদীপ টেস্টে ৫৬ উইকেট দখল করেছেন। তবে রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও রবীন্দ্র জাদেজার উপস্থিতিতে টেস্টে নিয়মিত সুযোগ পান না বাঁ হাতি রিস্ট স্পিনার। তবে অশ্বিন অবসর নেওয়াতে এবার ইংল্যান্ড সিরিজে কুলদীপের খেলার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

এদিকে, বুধবার থেকে শুরু হচ্ছে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল। মুখোমুখি অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা। হেডেন অবশ্য নিজের দেশকেই এগিয়ে রাখছেন। তিনি বলছেন, ''টেস্ট জেতার জন্য ২০ উইকেট নিতে হয়। অস্ট্রেলিয়ার বোলিং দারুণ শক্তিশালী। তিনজন বিশ্বমানের ফাস্ট বোলার দলে রয়েছে। বিশ্বমানের স্পিনারও আছে।''

গ্রিনের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছেন বুমরা

লন্ডন, ৯ জুন : চোট, অস্ত্রোপচার, লম্বা রিহ্যাবের পর আন্তর্জাতিক ম্যাচে ফিরছেন অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিন। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে বুধবার থেকে লর্ডসে যে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল শুরু হবে, তাতে খেলবেন গ্রিন। তবে শুধু ব্যাটার হিসাবে। কিন্তু তিনি এই অবসরে এটাও জানিয়েছেন, ফিরে আসার লড়াইয়ে জসপ্রীত বুমরার পরামর্শ খুব কাজে লেগেছে।

গ্লস্টারশায়ারের হয়ে কাউন্টিতে ৯ ইনিংসে তিনি ৪৬৭ রান করেছেন। তবে লাল বলের ক্রিকেটের জন্য গ্রিন কতটা প্রস্তুত সেটা বোঝা যাবে এবার, রাবাদাদের সামনে। গত অক্টোবরে পিঠে অস্ত্রোপচার হয়েছিল তাঁর। এজন্য ভারতের বিরুদ্ধে হোম সিরিজে খেলতে পারেননি। গ্রিন অবশ্য এর মধ্যে বুমরার সঙ্গে কথা বলে নিয়েছেন। যেহেতু তাঁরও পিঠে অস্ত্রোপচার হয়েছিল। তাঁর কথায়, আমি একটা টেস্ট ম্যাচের মধ্যে বুমরার সঙ্গে কথা বলেছিলাম। ও কিছু পরামর্শ দিয়েছিল। তাতে আমার উপকার হয়েছিল। তারপর বুমরাকে গত গ্রীষ্মে বল করতে দেখলাম। অস্ত্রোপচারের পর কী অসাধারণ বল করল। ওকে দেখে আমার আত্মবিশ্বাস বেড়ে গিয়েছে।

গ্রিন জানিয়েছেন, কাউন্টি খেলে উপকার পেয়েছেন। এতে একদম প্রস্তুত হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে নামার সুযোগ পাচ্ছেন। চারে স্টিভ স্মিথ ফিরে আসায় গ্রিনের ব্যাটিং অর্ডারে পরিবর্তন হবে। হয়তো তিনি তিনে ব্যাট করবেন।